সাগরের নীচে
ভয়ঙ্কর মানুষ
কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

প্রকাশক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল আঢ্য,
কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,
২২০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মহালয়া—১৩৪৩

দাম বার আনা

প্রিণ্টার—শ্রীপঞ্চানন দাস
সত্যনারায়ণ প্রেস,
২৮।৪এ বিডন রো, কলিকাতা

উপহার

গল্পের আগেকার কথা

দিন দিন বিজ্ঞানের এত উন্নতি হচ্ছে যে তার অসাধ্য কোন কাজ নেই। এককালে মানুষের যা স্বপ্ন ছিলো আজ তা সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। যে সমস্ত জিনিষ কল্পনা করাও শক্ত হতো, তেমন জিনিষ বৈজ্ঞানিকেরা তৈরী কচ্ছেন। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক-দের অতিমানব নামে আমি আখ্যাত করেছি।

আমার এই গল্প-কথা ভবিষ্যতের সেই বিরাট অতিমানব নিয়ে রচিত। গল্পের মোট ঘটনা-সমাবেশ আমার সম্পূর্ণ নিজের হলেও, দু'এক জায়গায় জগৎ বিখ্যাত লেখক H. G. Wellsএর The Invisible Man ও R. L. Stevensonএর Dr. Jekyl and Mr. Hyde থেকে কতকটা ভাব নেওয়া হয়েচে।

ছেলেদের মনে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়ে দেবার জন্যেই আমার এই দুরন্ত কল্পনা।

সুপ্রিয় সোম

চিত্র শিল্পী—
শ্রীবিজয় রায় চৌধুরী

বিমল, বিশু ও কল্যাণীর হাতে—
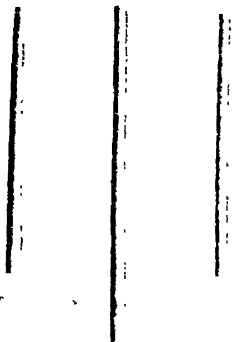
"গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!"

আমাদের দলপতি বন্দুকের আওয়াজ কর্‌লে। আমরা মোটর বাইকে ষ্টার্ট দিয়ে কর্কশ শব্দ কর্‌তে কর্‌তে বাতাসের মত ছুটে চল্‌লুম।

আমাদের সব টুরিষ্টের পোষাক। সঙ্গে সমস্ত সরঞ্জামই আছে। কেবল সাধারণ টুরিষ্টদের যা থাকে না, আমাদের তাই আছে। আমরা জলপথের যাত্রী হ'ব বলে সকলেই একটা করে ডাইভিং স্যুট নিয়েছিলুম। এ কিন্তু নূতন ধরণের ডাইভিং স্যুট। এ প'রে থাকলে যতক্ষণ ইচ্ছে জলের তলায় থাকা যায়, আর ঠিক ডাঙার মতই সমস্ত কথাবার্ত্তা, শব্দ শোনা যায়!

আমাদের দলপতির নাম ব্যাটবল। ব্যাটবল আমার পিস্‌তুত ভাই। ব্যাটবল, আমি, আমার বোন বীথি, মামাত ভাই বেবি আর পাড়ার ছেলে সাগর—এই নিয়ে আমাদের দলটা গঠিত।

আমাদের মোটর-বাইক তীব্র শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে। পথের ধারে নর-নারীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে আমরা ছুটে চলেছি—যেন কোন রাজকন্যাকে রাক্ষসের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনতে।

প্রায় সমুদ্রের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি, এমন সময় দেখি না, একদল লোক আমাদের দিকে হাত নেড়ে নেড়ে ইসারা করছে। দু-চার জনের মাথায় দরওয়ানের মতন পাগড়ী বাঁধা।

ব্যাট্‌বল বললে, আমাদের বোধ হয় যাওয়া হ'ল না রে! বাবা, কাকা, বড়দা, মামা—সকলে আমাদের আগেই এসে গেছে।

আমি বললুম, ওঁরা জানলেন কী ক'রে?

বীথি বললে, কাল্‌কে আমরা যখন যাবার জন্যে জল্পনা-কল্পনা করছিলুম, তখন বাবা আড়ি পেতে সব শুনছিলেন।

সাগর বললে, তাহ'লে কী করা যাবে? এত তোড়জোড় ক'রে শেষকালে ফিরে যেতে হবে ত'?

সকলেই সমস্বরে ব'লে উঠলুম, কখনই না। যদি আমাদের বাধা দেয়, আমরা অস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হ'ব। যুদ্ধে যাবার সময় কে কাঁদলে, আর কে কাঁদলে না, এ দেখতে গেলে সৈনিকের নাম কলঙ্কিত হয়। আমরা ত সৈনিক!

আমাদের প্রথমে বাধা দিতে এল বাড়ীর দরওয়ানগুলা। ব্যাট্‌বল হুঙ্কার দিয়ে উঠল, পথ ছাড়্!

"নেহি ছোড়েগা।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাট্‌বলের দারুণ এক ঘুঁষি প'ড়ল একটা দরওয়ানের

নাকে। সে গোঁ গোঁ করতে করতে শুয়ে পড়ল। অন্য সকলে ত অবাক!

আর একজন আবার সাহস করে যেমনি এগিয়ে এল, বাঘি তার পেটে বন্দুকের খোঁচা দিয়ে হাসতে হাসতে চলে এল।

আমরা গুরুজনদের সম্মুখে এসে পড়লুম।

বাবা বললেন, ওরে পাগলারা, দাঁড়া, দাঁড়া। গুরুজনের কথা শোন্।

আমি দুটি হাত যোড় করে বললুম, আপনারা গুরুজন, এ আমরা মানি। কিন্তু আমরা ত' খারাপ কাজ করতে যাচ্ছি না, যাচ্ছি সমুদ্রের ভিতরকার রহস্য উদ্ঘাটন করতে। যাবার বেলা আর পেছনে ডাকবেন না, প্রণাম!

বলেই আমরা মোটর-বাইক শুদ্ধ জলের ভিতরে সোঁ সোঁ করে ছুটে চললুম।

বিপদের আশঙ্কা

আমরা চলেছি আর চলেছি।

কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ালুম, কত রকম দৃশ্য দেখ্‌লুম, তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই।

আমরা হেঁটে চলেছিলুম। কোথাও কোথাও পা আমাদের বসে যাচ্ছে, কোথাও কোথাও ঘাসে জড়িয়ে যাচ্ছে।

একটা জায়গায় এসে আমরা একটু থামলুম। সুমুখে খানিকটা জঙ্গলের মত। অনেক পরামর্শ ক'রে ঠিক হ'ল, আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়েই যাব। যে যার অস্ত্র-শস্ত্র ঠিক ক'রে রাখলুম। বলা ত যায় না, যদি কোন জলজন্তু জঙ্গলের ভিতরে লুকিয়ে থাকে! কথায় বলে, সাবধানের মার নেই।

বীথি বলে উঠ্‌ল, না দাদা, আমার ভয় করছে, যদি ভিতরে সাপ-খোপ থাকে।

সাপের নামে আমাদের সকলেরই মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল।

ব্যাট্‌বল শেষে বল্‌লে, অত ভয় করতে গেলে আর বেরোনো চলে না!

আমরা ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড় সরিয়ে সরিয়ে ভিতর দিয়ে চলেছি।

ব্যাট্‌বল চলেছে আমাদের আগে আগে। যেখানটায় একটু সন্দেহ জাগে, সেখানটা এড়িয়ে যাবার জন্যে আমি উপদেশ দিচ্ছি। সাপে আমার বড় ভয়!

মাঝে মাঝে কারণে অকারণে সাগর আর বেবি লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠ্‌ছে।

বীথির সাহসটা যেন হটাৎ বেড়ে গেছে।

সে ঝোপ-ঝাড় গুলো হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে টর্চ্চলাইট্ ফেলে ভিতরটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্ছে।

আমি আস্তে একটা ঢোক গিলে তার হাতটা ধরে বল্লুম, করিস্ কী? এখনি সাপ-খোপ কিছু বেরিয়ে পড়বে যে!

বীথি সে কথায় কাণ দিলে না। বল্‌লে, আমার মুক্তা চাই যে। আমার জন্যে তুমি একটুও খাটছ না।

হ্যাঁ, সেই সময়ই বটে। আমার এ ধারে ভয়ের চোটে বুকের সমস্ত রক্ত জল হ'য়ে গিয়ে সমুদ্রের জল বাড়িয়ে দিচ্ছে, ওর এখন মুক্তার সাধ মেটাতে হবে আমাকে!

আমি বেশ একটা ধমক দিয়ে বললুম, এগিয়ে চ,' সময় নষ্ট করিস্ নি।

এই সময়ে ব্যাটবল হটাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বল্‌লে, ওরে, ওটা কী!

আমরা চেয়ে দেখি, আমাদের থেকে প্রায় কুড়িহাত দূরে জলটা ভয়ানক তোলপাড় করছে। আর জঙ্গলের গাছ-পালা ছিঁড়ে-কুঁড়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে চারিধার মাটী-গোলা জলে ভরে গেল, আর একটা ভয়ানক আছড়া-আছড়ির শব্দ শুনতে পেলুম। দলপতির আদেশ হ'য়ে গেল যে, যার যার বন্দুক ঠিক করে রাখ! আমরা যে যার বন্দুকে টোটা ভ'রে এগিয়ে চল্‌লুম।

ব্যাট্‌বল আগে আগে চলেছে। মাঝে আমি, বেবী আর সাগর। সবার পিছনে বীথি।

যে জায়গায়টায় এই তুমুল কাণ্ডটা হচ্ছিল, যতই সেই জায়গাটার কাছাকাছি আস্‌তে লাগ্‌লুম ততই আমার ভয়ে হাত দুটা কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, বন্দুক হাত থেকে পড়ে-পড়ে এমন অবস্থা।

ব্যাট্‌বল আবার চম্‌কে উঠে থেমে গেল। বল্‌লে, ছাখ্‌।

চেয়ে দেখি একটা লোকের মরা দেহ পড়ে রয়েছে।

লোকটাকে দেখে মনে হ'ল জাহাজের খালাসী। তার শরীরের স্থানে স্থানে ছোবলান, আর সেই সমস্ত আহত স্থান থেকে অঝোরে রক্ত বেরুচ্ছে। লোকটার একটা পা নেই।

ভয়ে আমাদের সর্ব্বশরীর হিম হ'য়ে এল।

বেবি পালিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ধরে বললুম, খবরদার!

সঙ্গে সঙ্গে এত ধূলা কাদা আমাদের চারিধারে এসে পড়ল যে, আমরা আর চোখ চাইতে পারছি না।

সকলেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বন্দুকটা উঁচু করে এগিয়ে চলেছি।

হটাৎ করুণ তীব্রস্বরে বীথি চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। অতি কষ্টে চোখ মেলে দেখি, বীথি আমাদের কাছে নেই। একবারের জন্য মাত্র বীথির গলার শব্দ শোনা গেল, তারপরে সমস্ত নিঃঝুম, নিঃশব্দ।

চারিধারের কাদা-গোলা জল আর নেই। বেশ একরকম পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমরা সকলেই সেখানে ব'সে পড়লুম।

সাগর বল্‌লে, এ কি ভয়ানক আশ্চর্য্য! চোখের সামনে থেকে নিয়ে গেল, অথচ আমরা বুঝতে পারলুম না।

ব্যাট্‌বল বল্‌লে, কেঁদে ত আর লাভ নেই। সকলে প্রস্তুত হয়ে নাও, তাকে ত খুঁজে বের করতে হবে!

আমি বল্‌লুম, সে কি আর বেঁচে আছে!

ব্যাট্‌বল বললে, বেঁচেই থাক্ আর মরেই যাক্, কিছু নিশানা ত তার পাওয়া দরকার।

এমন সময় বীথির আকাশ-ফাটা চীৎকার শোনা গেল!

নিঃশ্বাস বন্ধ করে কোথা থেকে বীথির আর্ত্ত-নাদের শব্দ আস্‌ছে তা আমরা লক্ষ্য করতে লাগলুম।

শব্দের গতিটা লক্ষ্য করছি, এমন সময় হটাৎ দেখি না, আবার আমাদের সুমুখে সেই কাদা-গোলা জল!

দুম্! দুম! দুম্!

আমাদের বন্দুকের শব্দ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, ঠিক আমাদের কাছে কে যেন হাহা, হাহা, হা করে হেসে উঠ্‌ল।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা মূর্চ্ছা গেলুম।

যখন আমাদের জ্ঞান হ'ল, তখন চারিদিক অন্ধকার। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মাত্র।

"হাহা, হাহা, হাহা! খক্, খক্, খক্!"—চীৎকারে আমাদের দেহের রক্ত বরফ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। কোথাও কোন কিছু-ই দেখা যাচ্ছে না, কেবল অনবরত ওই শব্দ!

মাঝে মাঝে বীথির কান্না শোনা যাচ্ছে।

আমি প্রাণপণে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লুম, বীথি, তুই কোথায়?

বীথির কোনও উত্তর এল না, কেবল কে যেন ঠাট্টা করে জড়িয়ে জড়িয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, এই যে এখানে!

এ যে মানুষের গলা! কি রকম মানুষ, কেন এখানে! আমরা চমকে উঠ্‌লুম। আমাদের অত ভয় হয়েছিল, অত ভয়

হ'ত না, যদি আমরা কিছু দেখ্‌তে পেতুম। কিছুই দেখা যায় না, অথচ কেবল শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি।

ব্যাট্‌বল দুম্‌, দুম্‌, দুম্‌ ক'রে কতকগুলা গুলি ছুঁড়লে শব্দটা লক্ষ্য ক'রে।

চারিদিক কাদা-গোলা জলে ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিকট অট্টহাসি!

এই হাসির শব্দ ফুরুতে না ফুরুতে বেবি চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল।

সকলেই বলে উঠ্‌লুম, কী! কী!

কন্‌কনে দুটা ঠাণ্ডা হাত দিয়ে আমাকে কে চেপে ধরে বলে গেল, বাঁচতে চাও ত', বাড়ী ফিরে যাও। তবে বীথিকে ফিরে পাচ্ছ না। বলেই সে যেন ওই দিকে চলে গেল।

আমরা প্রস্তুত হয়ে নিলুম। এখানে কে এমন মানুষ থাকতে পারে আমাদের বাধা দেয়! একটু করে চলি, আর দু-একটা করে গুলি ছুঁড়ি। চারিধার কাঁপাতে কাঁপাতে আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম।

ব্যাট্‌বল হটাৎ এক জায়গায় থেমে গেল। কি একটা কুড়িয়ে আমার হাতে দিয়ে বললে, ছাখ্‌ দেখি, এটা কী!

আমি দেখেই বল্‌লুম, এ ত বীথির কানের ঝুমকা!

সঙ্গে সঙ্গে বীথির কান্না শুন্‌তে পেলুম।

বেবি বল্‌লে, এই কাছাকাছিই তাহ'লে বীথি কোথাও আছে।

সকলে সেইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কোন্‌ দিকে অগ্রসর হ'ব ভাব্‌তে লাগ্‌লুম।

সাগর আমাদের থেকে কিছু দূরে ছিল। তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে এগিয়ে আস্‌তে যাবে এমন সময় কিসে একটা হোঁচট খেয়ে সে প'ড়ে গেল।

আমরা সকলেই চোখ তুলে দেখি একটা প্রকাণ্ড বড় পাথর।

আমি বললুম, দেখে শুনে চল্‌তে হয়!

এমন সময় আমার চোখ পড়ল সাগরের পায়ে। দেখি, তার জুতোয় একটা লাল কাপড় জড়ান রয়েছে। তার পা থেকে সেটা টেনে ব্যাট্‌বলকে বল্‌লুম, এটা কী!

সবিস্ময়ে ব্যাট্‌বল বল্‌লে, এ ত বীথির ব্লাউজের কাপড়। কোথা থেকে এল?

বল্‌লুম, সাগরের পায়ে জড়ান ছিল।

সাগরকে বল্‌লুম, কোন্‌খানে তোর পায়ে এটা জড়িয়ে গিয়ে ছিল জানিস্।

সে কিছু বল্‌তে পারলে না। একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, হয়েছে, হয়েছে!

বলে পাথরটার সুমুখে গিয়ে দেখ্‌লে, ব্লাউজের আর একটু কাপড় পাথর চাপা রয়েছে।

আমরা পাথরটার কাছে এগিয়ে গেলুম।

বীথি নিশ্চয়ই এই পাথরের তলায় বন্দিনী হয়ে আছে।

আমরা সকলে মিলে পাথরটাকে নাড়াতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু এক চুলও সরাতে পারলুম না।

বার বার আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু বারবারই আমরা বিফল হচ্ছি।

একবার অনেক কষ্টে একটুখানি তুল্‌তে পারলুম। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিকট হাসি ও খক্, খক্ শব্দ আর বীথির গলার সকরুণ চীৎকার!

আমি বল্‌লুম, বীথি যে এই পাথরের তলাতেই কোথাও বন্দী হয়ে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও। ওকে উদ্ধার করতেই হবে!

ব্যাট্‌বল বল্‌লে, যখন একবার তার নিশানা পেয়েছি তখন এমন কোন শক্তি নেই যে ওকে ধরে রাখে।

বেবি বল্‌লে, কিন্তু এটা খোল্‌বার বন্দোবস্ত করবে কী ক'রে!

সাগর বল্‌লে, টেনে তুল্‌তে পারি ভালই, নয় ত এটাকে আমরা ভেঙে ভিতরে ঢুক্‌ব।

কিন্তু এবারে আমাদের বেশী কষ্ট স্বীকার করতে হ'ল না। একটু টান্‌তেই আপনা-আপনি যেন স্প্রাংয়ের মত পাথরটা খুলে গেল।

আমরা কথা না বল্লেই সকলে ভিতরে ঢুকে পড়লুম, আর সঙ্গে সঙ্গে পাথরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

আমাদের মুহূর্ত্তের জন্য ভয় হ'ল। দরজাটা তাহ'লে আমাদের চেষ্টায় খোলেনি বা বন্ধ হয় নি, অন্য কেউ খুল্‌লে ও বন্ধ করলে। বুঝলুম, আমরা সকলে একটা সুড়ঙ্গের ভিতরে এসেছি। পরিষ্কার ঝর ঝর করছে সুড়ঙ্গটা। সমস্ত শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধান।

নীচের দিকে সুড়ঙ্গটা অনেকখানি চলে গেছে, তারপরে আবার উপরের দিকে উঠে গেছে। সুড়ঙ্গটা প্রায় কুড়িহাত চওড়া আর তাঁর ধারে ধারে কত রকমের প্রস্তর মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে। মূর্ত্তিগুলো দেখ্‌লে মনে হয়, আমাদের যাদুঘরে যে সমস্ত মূর্ত্তি দেখি, ঠিক সেই রকমই মূর্ত্তি এগুলো! একটুকু তফাৎ নেই!
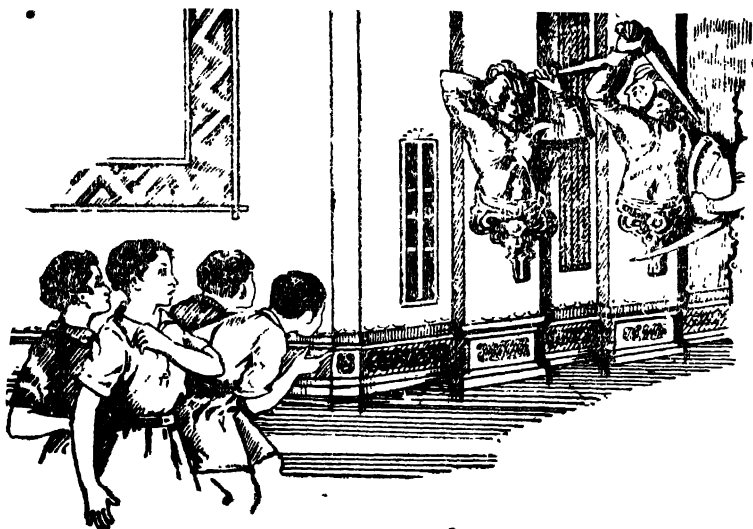
সুড়ঙ্গটা প্রায় কুড়ি হাত চওড়া।

আমরা খুব আস্তে আস্তে নেমে চলেছি। কোথাও একটুকু শব্দ নেই, কেবল আমাদের পায়ের আর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাঁশির গলার সে চীৎকার আর শুন্‌তে পাচ্ছি না, সেই ভয়ঙ্কর খক্‌ খক্‌ কাসির শব্দও নেই।

হটাৎ পিছনে একটা শব্দ হ'ল। বেবি পড়ে গেছে, আর তার মাথার একটা ধার থেকে রক্ত ঝরছে। সে অজ্ঞান!

তখুনিই আমাদের ব্যাগ খুলে ঔষধ-পত্র বার ক'রে তুলো দিয়ে বেবির মাথাটা বেঁধে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে বেবির যা'তে জ্ঞান হয় তার চেষ্টাও করতে লাগ্‌লুম।

যখন বেবির জ্ঞান হ'ল, জিজ্ঞাসা করলুম, পড়ে গেলি কী ক'রে?

ও—পড়ে ত যাই নি, মনে হ'ল আমাকে কে মাথায় মারলে।

আমরা সকলে চমকে উঠ্‌লুম।

ব্যাট্‌বল হেসে বল্‌লে, মাথায় আবার কে মারবে এখানে! চারিদিকে ত পাথরের মূর্ত্তি। লোকজন ত এখানে কেউ নেই। তুই সব ভুলে গেছিস্।

আমরা বেশ আস্তে আস্তে এবার চলেছি। সিড়িগুলা বড় পিছল।

আবার পিছনে শব্দ হ'ল। দেখি, সাগর অজ্ঞান, তার মাথা থেকেও রক্ত বেরুচ্ছে।

বেবি বল্‌লে, দেখ্‌লে, আমার কথা বিশ্বাস করলে না, এখন দেখছ ত ব্যাপারখানা কী? সাগরকে সারিয়ে তুলে আমরা সিঁড়ির উপরে বসে পড়ে চুপ ক'রে রইলুম।

কিছুক্ষণ পরে ব্যাট্‌বল উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, এ রকম ভাবে বসে থেকে সময় নষ্ট ক'রে লাভ কী! চল, এগিয়ে চল। ভয় করলে এখন আরও বিপদ্।

আমরা চারিধার বেশ চাইতে চাইতে নামছি। এতক্ষণ আমরা লক্ষ্য করিনি, এখন দেখ্‌লুম, পাথরের মূর্ত্তিগুলার প্রত্যেকটির হাতে একটা-না-একটা অস্ত্র আছেই। কারুর হাতে তলোয়ার, কারুর হাতে লোহার লাঠি, কারুর হাতে এমনি একখানা ছোরা।

আমরা শেষ ধাপ পর্য্যন্ত নেমে গেল্‌ম। এবারে আমাদের ওঠ্‌বার পালা। সকলে একসঙ্গে উপরের সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে যাব, এমন সময় চোখের সুমুখে এক ভয়ানক দৃশ্য দেখ্‌লুম। পাথরের-মূর্ত্তিগুলা তাদের বড় বড় তলোয়ার ঘোরাচ্ছে। যেতে চাইলেই আমরা কাটা পড়ব।

সকলে মিলে পিছনে খানিকটা সরে এলুম। কি ভয়ানক! পাথরের মূর্ত্তি তলোয়ার ঘোরায়! বিস্ময়ে ভয়ে নির্ব্বাক হয়ে গেলুম।

পাথরের মূর্ত্তিগুলার কেবল হাত দুটাই নড়ছে আর কিছুই নড়ে না।

আমরা হাতগুলা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লুম। তলোয়ারগুলা খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে হাতগুলাও খসে পড়ল। হাতগুলা যখন খসে পড়ল, তখন কাছে গিয়ে দেখি মূর্ত্তিগুলার সঙ্গে হাতের যোগ ছিল এক রকম মোটা তার দিয়ে। অনেকটা ইলেক্‌ট্রিক তারের মত।

আমাদের বিস্ময় বেড়ে চল্‌ল। কিন্তু আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল, হয় বীথিকে নিয়ে ফিরব, আর নয় ত সকলেই মরব।

কিন্তু পৃথিবীর সহরের মত এখানে কোন গোলমাল নেই।

এত নিঃঝুম যে, সামান্য ছুঁচটা পর্য্যন্ত পড়্‌লে শোনা যায়। আমরা দেরী না ক'রে এগোতে লাগলুম।

বেশী দূর এগোতে হ'ল না, বাধা পেলুম। একটা ভীমকায় দ্বিপদ জন্তু আমাদের নমস্কার করলে। হেসে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে আসুন! আসুন!

ভয়ে আমরা প্রায় জমে গেছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ভয়ানক অতি-মানবের চেহারাটা দেখ্‌তে লাগলুম। পা গুলা প্রায় দশ-ফুট ক'রে, মুখটা একটা গরিলার চারগুণ। সমস্ত গায়ের লোমগুলো দু-তিন ফুট্‌ করে হবে। দাঁতগুলা যেমনি ভীষণ, তেমনি নোঙ্‌রা!

লোকটা আমাদের কথাগুলা ব'লে ভয়ানক রকমের বীভৎস হাস্‌তে লাগ্‌ল, আর মাঝে মাঝে মুখটা ফুলিয়ে খপ্‌ খপ্‌ শব্দ করতে লাগ্‌ল।

আমরা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বল্‌লে, ভয় করছে বুঝি? আসুন, নিরাপদ জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি।

ব্যাট্‌বল বন্দুকটা উঁচু ক'রে বললে, কে তুমি? বীথিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ ব'ল্ল, নইলে এখনি গুলি করব।

লোকটা মাথাটা নীচু ক'রে অভ্যর্থনা ক'রে বল্‌লে, আসুন, পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমরা খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগলুম। লোকটা আগে আগে চল্‌তে লাগ্‌ল।

ভাবতে ভাবতে চলেছি। মানুষ,—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই,

অতিমানব

কিন্তু এত বড় মানুষও আছে! গলিভারের ভ্রমণ-কাহিনীতে খুব ছোট মানুষের কথা পড়েছি, কিন্তু এত বড় মানুষের কাহিনী—না, কখনও শুনিনি।

আমি চুপি চুপি ব্যাট্‌বলকে বললুম, ও আমাদের কোন বিপদে ফেল্‌তে নিয়ে যাচ্ছে না ত?

ব্যাট্‌বল বল্‌লে, এখন সে ভেবে লাভ কী? বেবি বল্‌লে, পিছন থেকে একটা গুলি মারলে হয়!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ভয়ানক অতিমানবের চেহারাটা দেখ্‌তে লাগলুম

সাগর বল্‌লে, না, দরকার নেই। দেখাই যাক না, কী করে।

খানিক দূর এসে লোকটা একটী প্রকাণ্ড বাড়ীর সুমুখে থামলে। বাড়ীটা প্রায় মনুমেণ্টের সমান উঁচু;—আর চওড়া হবে প্রায় পাঁচ-শ ফিট্।

আমরা সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে লোকটা কী করে জানবার জন্যে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছি।

একটা বড় জান্‌লার ভিতর দিয়ে একটা মুখ দেখা গেল! মুখটা যে কোন একটা জানোয়ারের সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ওঃ, কি ভয়ানক!

আমি ব্যাট্‌বলকে বল্‌লুম, ভিতরে ঢুকে কাজ নেই।

বোধ হয় সেও ভয় পেয়েছিল। বল্‌লে, চ' ফিরি।

বলেই যেমনি আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আস্‌তে যাব, অমনি একটা ভয়ানক শব্দ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িটা আমাদের শুদ্ধ উল্টে গেল। মুহূর্ত্তের জন্যে আমরা জ্ঞান হারালুম।

জ্ঞান যখন ফিরে এল, তখন দেখ্‌লুম আমরা একটা ঘরে বন্দী। চারিধারে পাথরের দেয়াল, কোথাও একটুও ছিদ্র নেই! কেবল ঘরটার উপরে যেমন আমাদের ঘরের বাতাস খাবার জন্যে ছোট ছোট গর্ত্ত থাকে, তেমনি ধারা গর্ত্ত র'য়েছে। যা' কিছু আলো আস্‌চে, সেইখান দিয়েই।

সিঁড়িটা যে উল্টে গিয়ে আমাদের ঘরের ভিতরে ফেলে দিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না।

আমরা সকলে ব'সে ব'সে পালাবার উপায় খুঁজ্‌চি'।

একটা প্রকাণ্ড বড় দরজা খুলে গেল। যে লোকটা নিয়ে এসেছিল, সেই লোকটা ভিতরে ঢুক্‌তেই দরজাটা আবার বন্ধ হ'য়ে গেল।

আমাদের কাছে এসে লোকটা মুখটা ফুলিয়ে আবার সেই "খপ্‌ খপ্‌" শব্দ ক'রতে আরম্ভ করলে আর হাস্‌তে আর নাচ্‌তে লাগ্‌ল। দেখে যেন মনে হ'ল, আমাদের বন্দী করে লোকটার ভারী আনন্দ হ'য়েছে।

আমাদের একদিকে যেমনি রাগ হ'য়েছিল, ভয়ও তেমনি হ'য়েছিল।

ব্যাট্‌বল ব'ল্‌লে, আমাদের ছেড়ে দেবে ত' দাও, নয় ত' গুলির চোটে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো। রাস্কেল্‌।

লোকটা কথাটা গ্রাহ্যই কর্‌লে না। হাতটা তুলে বকের মত ক'রে—'খপ্‌ খপ্‌' শব্দ করতে লাগ্‌ল আর এত হাস্‌তে লাগ্‌ল যে সমস্ত ঘরটা শিউরে উঠ্‌ল।

কিছুক্ষণ পরে হাসি থামলে পর, লোকটা ব্যাট্‌বলকে ব'ল্‌লে, আমাকে মারবে!

ব্যাট্‌বল বুকটা ফুলিয়ে বন্দুকটা উঁচু ক'রে ব'ল্‌লে, এখনি মেরে ফেল্‌ব।

নিমেষের মধ্যে লোকটা ব্যাট্‌বলকে আর বেবিকে দু'হাতে দুটো বলের মত তুলে নিয়ে যাদুকরের মত ছুঁড়তে লাগ্‌লো। একবার ব্যাট্‌বলকে ছোঁড়ে, বেবিকে ধরে, আবার বেবিকে ছোঁড়ে,

ব্যাট্‌বলকে ধরে। কোথায় গেল তাদের বন্দুক আর অন্যান্য জিনিষ পত্র। সব খুলে খুলে মেজেতে প'ড়তে লাগ্‌ল। লোকটার মুখে সেই থপ্‌ থপ্‌ শব্দ আর উচ্চ হাসি।

আমাতে আর সাগরে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে এই দৃশ্য দেখ্‌তে লাগ্‌লুম।

কিছুক্ষণ পরে লোকটা ঝপ্‌ ক'রে সাগরকেও তুলে নিলে। তিনটে লোক যেন তিনটে বলের মত। লোকটা একটাকে ছোঁড়ে আর একটাকে ধ'রে, এইরকম ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাগর, ব্যাট্‌বল আর বেবিকে নিয়ে খেল্‌তে লাগ্‌ল আর হাস্‌তে লাগ্‌ল।

আমার সমস্ত শরীর বরফ হ'য়ে এসেছে—আমারও তাহ'লে নিস্তার নেই।

কিন্তু লোকটার বোধ হয় আমার প্রতি দয়া হলো তাই ওদের মূর্চ্ছিত অবস্থায় ফেলে দিয়ে চলে গেল। আমাকে লক্ষ্যও ক'রলে না।

আমি ব্যাগ থেকে ঔষধ-পত্র বার ক'রে ওদের যথা-সম্ভব শুশ্রূষা ক'রে সবল ক'রে তুল্‌লুম।

আমরা বীথিকে ফিরে পাবার আশা ত' ছেড়েইছি, এখন ভাবতে লাগ্‌লুম, আমরা নিজেরাই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব-কি না।

বীথির ক্ষীণ করুণ স্বর আমাদের কাণে এসে আবার পৌঁছল। আমি পাগল হ'য়ে উঠ্‌লুম।

ব্যাট্‌বলকে বল্‌লুম, এ রকম ভয়ানক মানুষের কথা কখনো

শুনিনি, একথা ঠিক। এদের সঙ্গে গায়ের জোরে কিছুতেই পেরে উঠ্‌ব না। এদের শক্তির কাছে আমাদের এই বন্দুক একটা ছুঁচের মতন নয়। বুদ্ধির জোরে যদি এদের পরাজয় ক'রতে পারি।

সাগর বল্‌লে, তুমি কি ভাবচ এদের বুদ্ধি মোটেই নেই, একেবারে জানোয়ার!

বেবি ব'ল্‌লে, জানোয়ার ওরা নয়। ওরা মানুস। আমাদের যা আছে ওদেরও ঠিক তাই আছে। আচার ব্যবহার কথা বার্ত্তা সমস্তই মানুষের মত। ওদের বুদ্ধি যে কতখানি আছে সে সেই প্রস্তর-মূর্ত্তির কথাগুলো মনে করলেই বেশ বোঝা যাবে।

ব্যাট্‌বল গম্ভীর হ'য়ে রইল। কোনো কথা কইলে না। অনেকক্ষণ পরে ব'ল্‌লে, বেশ বোঝা যাচ্ছে এ অতিমানবের দেশ। কি বুদ্ধিতে কি শক্তিতে ওদের সঙ্গে আমরা কিছুতেই পেরে উঠ্‌ব-না। তবুও আমরা শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করব। মৃত্যু যদি আমাদের হয়, তাতেও আমরা দুঃখিত নই। ফিরে যাবার যখন আর পথ নেই, তখন শেষ পর্য্যন্ত একবার দেখবই। তোমরা সকলে প্রস্তুত হও, বেরোবার পথ খুঁজি।

আমরা সকলে প্রস্তুত হ'য়ে নিলুম।

ব্যাট্‌বল সমস্ত ঘরটা পায়চারী ক'রে ক'রে বেড়াতে লাগ্‌ল। হটাৎ দেখি না একটা জায়গায় সে দাঁড়িয়ে দেয়ালের গায়ে কী পরীক্ষা করচে। আমরা কাছে এগিয়ে আস্‌তে বল্‌লে, সমস্ত দেয়ালটা ভাল করে পরীক্ষা ক'রে ছাখ্, কোথাও আর এই রকম চতুষ্কোণ এত ছোট ছিদ্র খুঁজে পাস কিনা।

আমি বল্‌লুম, তিরিশ ফুট উঁচু ঘর! আমাদের চোখ অতদূরে কী ক'রে যাবে?

কেন, বাইনোকিউলারটা দিয়ে দ্যাখ্ না।

আমি বাইনোকিউলারটা চোখে লাগিয়ে সমস্ত ঘরটা এমন কি ছাদ্‌টা পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন ক'রে দেখ্‌লুম, কিন্তু কোথাও এতটুকুও ছিদ্র চোখে পড়ল না। এমন ছিদ্রহীন পরিষ্কার দেয়াল আমরা কোথাও দেখিনি। কোথাও জোড়া নেই, কোথাও কোনো ফুটো নেই।

ব্যাট্‌বল ব'ল্‌লে, তাহ'লে বুঝতে হবে এই দেয়াল তৈরীর সময় এই ফুটো থেকে যায় নি বা দেয়াল গাঁথারও দোষ নেই। এই ফুটো ইচ্ছে করেই রাখা হ'য়েচে।

সে ব'ল্‌লে, একটা লোহার ছোট কিছু থাকে তো দাও দিকিনি।

সাগর তার ছোট একটা ছুরি বার ক'রে দিলে। সেই ছুরিটা গর্ত্তে ঢুকিয়ে জোর দিতেই চতুষ্কোণ একটা খুব পাতলা শ্বেত-পাথর খুলে প'ড়ল। ভিতরে একটা অন্ধকার কুলুঙ্গীর মতন কী দেখা গেল। কুলুঙ্গীটা বেশ বড়ো।

ব্যাট্‌বল তার টর্চ্চলাইট ফেলেই একটু চম্‌কে উঠ্‌ল। আমাদের ব'ল্‌লে, শীগ্‌গির এধারে আয়! আমরা ছুটে গিয়ে দেখ্‌লুম একটা মড়ার মাথা আর তাকে বেশ কারুকার্য্য করা হ'য়েছে। মুখটা খোলা, আর তার ভিতরে দাঁতগুলো আপনি নড়চে।

এ দৃশ্য বেশীক্ষণ সহ্য ক'রতে পারলুম না। সাগর তাড়াতাড়ি গর্ত্তটার মুখটা বন্ধ ক'রে দিলে।

ব্যাট্‌বল ব'ল্‌লে, ভয় পেলে এখন এই বদ্ধ ঘরের ভিতরে প'চে

মরে থাকতে হবে ! যদি যুদ্ধের সময় সৈনিকের মত যুদ্ধ ক'রে না মরতে পারি তাহ'লে আমরা মনুষ্য নামের অযোগ্য।

ব্যাট্‌বলের কথায় আমাদের সাহস ফিরে এল। আমরা

একটা মড়ার মাথা কারুকার্য্য করা রয়েচে।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলুম, আর কিছুতেই ভয় খাব না। আমি বললুম, এটা-ই নিশ্চয় দরজা খোল্‌বার যন্ত্র। এসো, টিপে টুপে দেখা যাক্‌।

মড়ার মাথার নানা জায়গায় আমরা টিপতে লাগলুম, কিন্তু কোনো কিছুই হ'লো না। দরজা যেমন বন্ধ ছিল, তেমনিই রইল, একটুও নড়ল না।

ব্যাট্‌বল হটাৎ একটা দাঁত চেপে ধ'রলে, সঙ্গে সঙ্গে দাঁত নড়া বন্ধ হ'য়ে গেল, মুখটা খোলা ছিল, সেটাও বন্ধ হ'ল। আমরা দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত ক'রে কী হয় দেখছি, এমন সময় বুঝলুম, আমরা নড়চি, যেন ভূমিকম্পের সুরু হ'য়েচে। কিছুক্ষণ পরেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমাদের ঘরটা যেন ওপর দিকে হুহু ক'রে উঠে চলেছে, আর ভয়ানক দুলচে। আমরা জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে আছি, মাঝে মাঝে প'ড়ে যাচ্চি।

সব থেমে গেল। ঘর আর নড়ে না। দরজাটা আপনি খুলে গেল। সুমুখে দেখলুম, হলের মতন একটা প্রকাণ্ড বড় ঘর,—আমরা যে ঘরে ছিলুম তার পঁচিশগুণ। সেখানে চার-পাঁচজন অতি-মানব ব'সে রয়েছে। প্রত্যেককেই দেখ্‌তে প্রায় পূর্ব্বের লোকটার মত।

একটা লোক এসে আমাদের ধ'রে নিয়ে গেল। যে লোকটার কাছে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিলে তার দাড়ি গোঁপ আছে, কিন্তু যেমন মানুষ তার তেমনি বড় দাড়ি। আমাদের বুড়োমানুষের দাড়িতে বড় জোর একটা ছারপোকা কি আরসোলা লুকিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এ লোকটার দাড়ি গোঁপের ভিতরে আমরা অক্লেশে বাস করতে পারি।

লোকটা আমাদের উদ্দেশ ক'রে ব'ল্‌লে, তোমরা পালাবার পথ খুঁজচ,—না?

লোকটার গলার আওয়াজ যেন কামানের শব্দের মত। আমি বল্‌লুম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু তোমাদের আমরা ছেড়ে দোব না। তোমরা আমাদের কিছু কিছু বিরক্ত করচ। তোমাদের শাস্তি মৃত্যু।

আমরা সকলেই চম্‌কে উঠ্‌লুম।

ব্যাট্‌বল ব'ল্‌লে, আমরা ত' আপনাদের বিরক্ত করতে আগে আসিনি, আগেই আপনি আমাদের ব্যথা দিয়েচেন; বীথিকে ছেড়ে দিন, আমরা দেশে ফিরে যাই।

লোকটা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ব'ল্‌লে, তা হ'য় না। আমাদের এখানে একটা চিড়িয়াখানা আছে। সেখানে এতদিন মেয়ে মানুষ ছিল না, একটা পুরুষ মানুষ ছিল। বীথিকে সেখানে রেখে দিয়েছি। সেখানে সে আজীবন থাক্‌বেও।

আমরা ত' অবাক্! এখানেও চিড়িয়াখানা আছে।

আমি বল্‌লুম, দয়া ক'রে তাকে ছেড়ে দিন, সে আমার ছোট বোন।

—দয়া এইটুকু করতে পারি, তোমাদের মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে ছেড়ে দিলেও দিতে পারি, কিন্তু তোমার বোনকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। অতি-মানুষেরা মানুষ দেখতে বড় ভালবাসে, তাই তাদের আমোদ দেবার জন্যে, দু'জন মানুষ নিয়ে এসেছি। এতে গেট্‌ফী থেকে আমাদের অনেক টাকা হ'বে।

ব্যাট্‌বল কী একটা বল্‌তে যাচ্ছিল, ধমক দিয়ে বল্‌লে, আমার অত সময় নেই তোমাদের কথা শোনবার। তোমরা আমাদের বিরক্ত ক'রতে চাও, না মানে মানে চলে যেতে চাও?

আমি বল্‌লুম, বীথিকে না নিয়ে আমরা এখান থেকে নড়চি না।

বৃদ্ধ অতিমানুষটা ডাকলে, আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎ!

আমাদের সেই পরিচিত লোকটা গালদুটো ফুলিয়ে 'খপ্ খপ্' করতে করতে এসে হাজির।

বৃদ্ধ লোকটাকে নমস্কার ক'রে ব'ল্‌লে, বাবু সাহেব!

এদের বন্দী ক'রে রেখে দাও।

যেমনি লোকটা এগিয়ে এসে আমাদের ধ'রতে যাবে, অমনি আমরা একসঙ্গে অনবরত গুলি ছুঁড়তে লাগ্‌লুম। আমাদের অনেক টোটা ভরা ছিল, চারিধারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গুলি ছুঁড়ে গেলুম। আমরা তখন মরীয়া হ'য়ে উঠেছি। পরে কী হবে এ ভাবনা তখন আমাদের নেই। চারিধার ধোঁয়ায় ভরে গেছে। এত অন্ধকার যে চোখে সামান্য দূরের জিনিষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

কিন্তু হটাৎ দেখি না আমাদেরই মাথার উপর থেকে ছাদের খানিকটা উঠে গেছে আর সেই গর্ত্তের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর আকাশের দিকে চেয়ে আমাদের মন মুহূর্ত্তের জন্যে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। সেই গর্ত্তের ভিতর ঝড়ের মত হুহু ক'রে বাতাস এসে সমস্ত ধোঁয়া একমুহূর্ত্তে উড়িয়ে দিলে। সব পরিষ্কার হ'য়ে গেল।

আমরা একটা কোণ আশ্রয় করেছিলুম। ধোঁয়া পরিষ্কার হ'য়ে গেলে দেখ্‌লুম, আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎ মরে প'ড়ে আছে,—আর

তার শরীরের রক্তে ঘরের অর্দ্ধেকটা ভেসে গেছে। আর কেউ মরেনি। বৃদ্ধ অতিমানবটা চুপ করে বসে বসে হাতে কী একটা লাগিয়ে বাণ্ডেজ ক'রচে। হাতে একটা গুলি লেগেছিল।

ব্যাণ্ডেজটা বাঁধা হয়ে গেলে লোকটা আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। মুখে সামান্য একটু হাসির রেখা, কিন্তু মনে হ'ল যেন বিদ্যুতের ঝিলিক্‌।

সে এগিয়ে আস্‌তেই আমরা বন্দুক উঁচু করে গুলি ছুঁড়তে যাব, লোকটা বল্‌লে, সামান্য বন্দুকের জোরে তোমরা কি কিছু সুবিধে করতে পারবে এখানে! তোমাদের সাহস আছে তা জানি, কিন্তু বেশী সাহস আর দেখাতে এসো না, তাহ'লেই মরবে। দেখচ ত!

দেখলুম লোকটীর হাতে কাঁচের কৌটোর মত একটা জিনিষ রয়েচে। সেটা টিপ্‌লেই তার ভিতর দিয়ে একরকম ভয়ানক আলো বেরোয়।

বৃদ্ধ অতিমানব সেটা দেখিয়ে বল্‌লে, তোমাদের বন্দুকের পাঁচশ গুণ কার্য্যকরী আমার এই জিনিষটা। আমার এই যন্ত্রের আগুণ যার গায়ে একটু লাগ্‌বে, সে তখুনি মরে যাবে। অথচ কোনো শব্দ নেই। দেখ্‌বে নাকি একবার?

বলে বৃদ্ধ হাসলে। কী ভয়ঙ্কর সে হাসি!

তারপরে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল, তোমরা মর্ত্তের জীব। তোমরা ভাব, তোমাদের মত বুদ্ধিমান জীব বুঝি দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। তোমরা সকলের ওপরে তাই প্রভুত্ব করে বেড়াও।

তোমাদের আজ দেখিয়ে দেবো, এখানে যা আছে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তা কোথাও নেই। তোমাদের বৈজ্ঞানিকেরা poison gas তৈরী ক'রে, wireless তৈরী ক'রে ভেবেচে, কী নাই করেছে! কিন্তু আর, 'যে কত জিনিষ করা যেতে পারে তা' তোমাদের দেখিয়ে একজনকে ছেড়ে দেবো, বাকী ক'জনকে মেরে ফেল্‌বো।

আমরা শিউরে উঠ্‌তেই লোকটা হেসে উঠে বল্‌লে, কেন সেই মড়া দেহগুলো তোমাদের দেশে পাঠিয়ে দেবো! সেখানকার বৈজ্ঞানিকেরা বাঁচাতে পারবে না!

আমি বল্‌লুম, মড়া কি বাঁচে।

লোকটা হো হো করে হেসে উঠে বল্‌লে, তাহলে ছাখ্।

বলে লোকটা আকাশ-বজ্র-বিদ্যুতের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিলে। পরে একটা রবারের পাইপ তার নাকের ভিতরে পূরে দিলে। বুকে, গায়ে, মাথায় কতকগুলো সেই রকম রবারের পাইপ, মাংস কেটে বসিয়ে দিয়ে এল। আমাদের নিয়ে লোকটা অন্য ঘরে এল।

এই ঘরটা একটা গম্বুজের মত। মেজে থেকে চূড়োটা দেখাই যায় না এই রকম।

ভিতরে ঢুকে লোকটা একটা যন্ত্র ঘুরিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে গম্বুজটার ভিতর দিয়ে লাল আলো হুহু হুহু করে ঢুকে সেই রবারের টিউবের ভিতর ঢুকতে লাগ্‌ল। মিনিট-তিনেক পরে লোকটা বেরিয়ে এল।

বাইরে এসে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎ

আমাদের দিকে চেয়ে 'খপ্ খপ্' শব্দ করতে করতে, আর মুখটা ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেল।

বৃদ্ধ অতিমানব আমাদের দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লে, কি হে ছোকরা, তোমাদের দেশে এসব পারে?

সাগর বল্‌লে, চেষ্টা হচ্ছে, একদিন পারবেই পারবে।

বৃদ্ধ অতিমানব বল্‌লে, এখান থেকে সাত হাজার মাইল দূরে, আমাদের চিড়িয়াখানা আছে। সেখান থেকে একটা জানোয়ার ধরে নিয়ে আমার এই 'বন্দুকটা'র কত শক্তি দেখাব।

বেবি বল্‌লে, সাত হাজার মাইল যেতে ত' অনেক দিন যাবে!

ব্যাট্‌বল বল্‌লে, সাত হাজার মাইল উড়োজাহাজ তিন দিনে যায়।

বৃদ্ধ অতিমানব হেসে বল্‌লে, আর আমি তোমাদের তিন মিনিটে নিয়ে যাব।

আমরা সকলে মিলে একটা টেলিগ্রাফের তারের মত তারের ওপরে চড়ে বস্‌লুম। সেই তারের ওপরে বস্‌বার জায়গা আছে। বৃদ্ধ অতিমানব বস্‌লে একটাতে, আমাদের ক'জনের একটা সিটেই হয়ে গেল।

বৃদ্ধ অতিমানব তারটা কেটে দিলে। দেওয়ামাত্রই তারটা আমাদের নিয়ে জলভেদ করে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। দু'পাশের জল শুকিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। কত জলজন্তু মরে মরে পড়তে লাগ্‌ল। এত বেগ যে আমরা আর সহ্য করতে না পেরে অনেকটা অজ্ঞানের মতন হয়ে গেলুম।

জ্ঞান হ'তেই দেখ্‌তে পেলুম আমরা একটা প্রকাণ্ড বড় চিড়িয়াখানার ভিতরে। কত রকম জলজন্তু, কুমীর, হাঙ্গর, তিমি-মাছ। চিড়িয়াখানার ভিতরে হটাৎ চোখ পড়ল একজায়গায়

বীথি বসে বসে মুক্তোর মালা গাঁথচে।

বীথি বসে বসে মুক্তোর মালা গাঁথচে। আমি 'বীথি' 'বীথি' বলে চীৎকার করে জান্‌লার কাছে যেতেই, জান্‌লার চারিধার থেকে আগুনের শলাকা বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। বীথিও 'দাদা' 'দাদা'
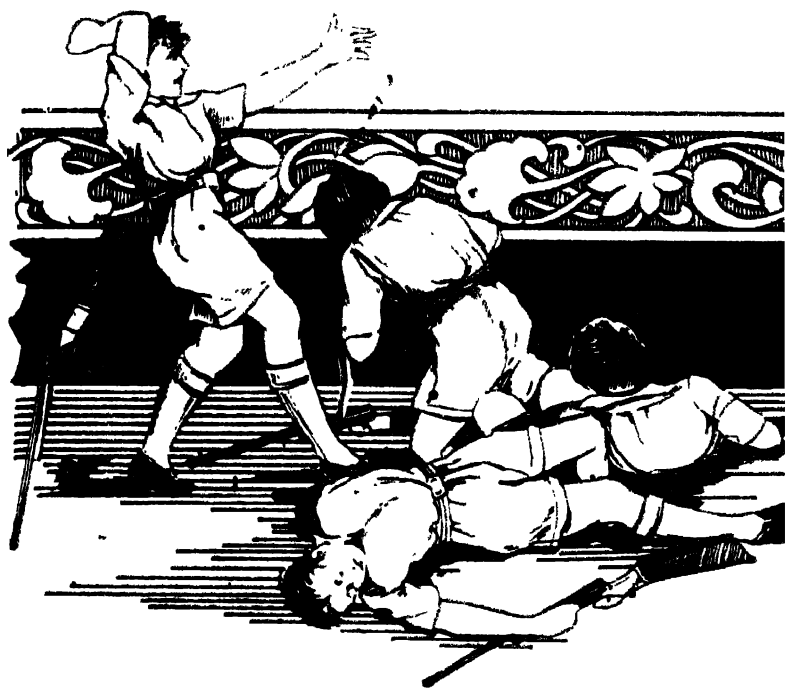
বলে যেমনি ছুটে জান্‌লার কাছে আস্‌তে যাবে, দুটো লোহার হাত তাকে কোঁলপাজা করে শুইয়ে দিতে লাগ্‌ল। আমি কল্‌-কারখানার ব্যাপার দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

ব্যাট্‌বল বৃদ্ধ অতিমানবের দিকে বন্দুক তুলে ধরে বল্‌লে, শয়তান, বীথিকে ছেড়ে দেবে কি না বলো ?

আমরা সকলেই বীথির কষ্ট দেখে মর্ম্মাহত হয়ে গিয়েছিলুম। হিতাহিত কিছুই জ্ঞান ছিল না।

সকলেই বন্দুক ছুড়্‌তে যাব, এমন সময় লোকটা তার জামার ভিতর থেকে সেই পূর্ব্বের যন্ত্রটা বার করে টিপে দিতেই ব্যাট্‌বল, সাগর আর বেবি মরে পড়ে গেল।

আমি দশ পা পিছনে চলে গেলুম।

লোকটা আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে বল্‌লে, 'তোমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌লুম শুধু তোমার বোনের জন্যে।

—যাও, একেও ঐ ঘরে রেখে এসো।' বলে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎ আমাকে এসে বীথির ঘরের ভিতরে রেখে গেল।

মুখে তার সেই হাসি আর 'খপ্‌ খপ্‌' শব্দ।

আমাদের যে ঘরে রেখে দিলে সে ঘরটী ঠিক আমাদের পৃথিবীর মতই ঘর। ঘরটা সাজান ঠিক আমাদের মত। খাট আছে, বিছানা আছে, চেয়ার টেবিল সবই আছে সেখানে। পড়বার জন্যে অনেক রকমের বই রয়েছে পর্য্যন্ত। কত অতিমানব, অতিমানবী নানারকম সাজ গোজ করে আসচে আর আমাদের

কেউ কেউ আসচে হাতে বই পেন্সিল নিয়ে আমাদের ছুঁড়ে দিতে

দেখে যাচ্চে। কোন কোন ছোট ছেলে তার মার হাত ধরে বল্‌চে, ঐ দেখ মা, লেখা রয়েছে মর্ত্তের মানুষ। অমনি সকলে চোখ মেলে আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে হাস্‌চে। একজন বল্‌লে, এ' একটা নতুন মানুষ এসেছে দেখ্‌চি।

কেউ কেউ আস্‌চে হাতে দু-চারটা মুক্তো নিয়ে, আর কেউ কেউ আস্‌চে বই পেন্সিল নিয়ে।

আমাদের ঘরের ভিতরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে বল্‌চে, এই মানুষ, এই নে।

হটাৎ আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে এরোপ্লেনের পাখা চলার মত শব্দ হতে লাগ্‌ল।

আমি স্থির হয়ে শুনতে লাগ্‌লুম।

বীথিকে বল্‌লুম, ও কিসের শব্দ বল্‌ ত?

সে বল্‌লে, আমাদের এরোপ্লেনেব পাখা যেমনি জোরে চলে তার চেয়ে ঢের বেশী জোরে পাখা চল্‌চে। এখান থেকে বোধ হয় দুশ'মাইল দূরে হবে, তবুও শব্দটা আস্‌চে।

জিজ্ঞাসা করলুম, কেন, ওতে কী হয়?

সে হটাৎ চমকে উঠ্‌ল, বল্‌লে, 'সর্ব্বনাশ দাদা, এখনি যে ওদের মৃতদেহ ঐ পাখার ভিতরে ফেলে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হবে।

তাইত কী হবে! আমি ছুটোছুটি করতে লাগ্‌লুম। ওদের দেহটা থাক্‌লে বাঁচাবার উপায় এখানেই কোন রকমে করে নিতে পারি, কিন্তু আর নিস্তার নেই!

আমি ঝপ্ করে চেয়ারটার ওপরে বসে পড়লুম। বীথি কাঁদতে লাগ্‌ল।

খানিকক্ষণ পরে বীথি বল্‌লে, দাদা চুপ করে থাকা কি বীরত্বের ধর্ম্ম! যা হয় একটা কিছু করো।

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লুম, ঠিক বলেছিস্, কিন্তু কী করি বল্‌ত?

একটু পরেই আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎ আমার কাছ থেকে মুক্তোর মালা নিতে আস্‌বে, সে মুক্তোর মালা বড় ভালবাসে। তাকে দিয়েই যা হয় একটা উপায় করতে হবে।

আমরা দু'জনে চুপ করে আকাশ-বজ্র-বিদ্যুতের অপেক্ষায় বসে রইলুম।

'খপ্ খপ্ খপ্'! আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎ এসে উপস্থিত হল।

সে বীথির কাছে এসে বল্‌লে, আমার মালা দাও।

বীথি মুখ গম্ভীর করে বল্‌লে, আজ মালা তৈরী করতে পারিনি।

কেন পারনি, বলে লোকটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠ্‌ল।

আমি বল্‌লুম, কি করে পারবে! চোখের সামনে আমাদের আত্মীয় স্বজন সব মারা গেল যে! শোকে তাপে কিছু কাজ করা যায়।

বীথি বল্‌লে, মৃতদেহ কখন কেটে ফেলা হবে।

লোকটা বল্‌লে, আজ ভোরের রাতে।

আমরা কতকটা আশ্বস্ত হলুম। তবু দু' এক ঘণ্টা দেরী আছে। এর মধ্যে একটা কিছু কিনারা করা যেতে পারে।

আমি লোকটার কাছে গিয়ে অতি বিনীত সুরে বল্লুম, তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের সকলকে ছেড়ে দাও, আর আমরা তোমাদের বিরক্ত করতে আস্‌ব না।

আমাদের করুণ মুখ দেখে বোধ হয় লোকটার দয়া হলো। বল্‌লে, তোমাদের এখান থেকে ছেড়ে দিলেও তোমরা ত' অতি-মানুষের দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারবে না। তোমাদের ধরে ফেল্‌বেই। এ সমস্ত দেশটাই একটা ভয়ানক বড় যন্ত্র। আমাদের কর্ত্তা যিনি, তাঁর মাথায় কত যে বুদ্ধি খেলে, তার ঠিক নেই। আমার মাথায় কোন জিনিষই বেরোয় না, কেবল দু' হাজার মাইল এক মিনিটে যাবার যন্ত্রটা আমি বার করেছি। আমাকে সকলে বলে বোকা।

মনে তখন অনেক কথাই হতে লাগ্‌ল, কিন্তু তখনি মনটা দুঃখে ও ভয়ে অবসন্ন। তার পায়ের ওপরে পড়ে বল্লুম, আমাদের তুমি সাহায্য করো, আমরা তোমার ছোট ভাইয়ের মত।

বাঁথি কাঁদ্‌ছিল। সে উঠে একটা মুক্তোর মালা বার ক'রে আকাশ-বজ্র-বিদ্যুতের হাতে দিয়ে বল্‌লে, তোমায় এর চেয়ে ভাল মুক্তোর মালা তৈরী ক'রে দেবো, আমাদের চলে যাবার পথ দেখিয়ে দাও।

আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎ বল্‌লে, আমাদের দেশে সব আছে, কেবল দয়া মায়া ভালবাসা এসব নেই। এখানে দুটো জিনিষ আছে—যা মর্ত্তের কোন মানুষের নেই। এখানকার লোকেদের দেহের শক্তি যেমন, বুদ্ধির শক্তিও তেমনি। তবে আমার মনে হয়, আমি

বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে মানুষ ছিলুম, তা নইলে তোমাদের জন্যে আমার দয়া হতো না।

বীথি তখন অনেকগুলো বড় বড় মুক্তো নিয়ে মালা গাঁথতে সুরু ক'রেছে। বীথির বুদ্ধি আছে। সে আগে থেকেই টোপ ফেল্‌ছে।

আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎ বল্‌লে, আমরা কত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ ক'রতে পারি, কিন্তু এমন সুন্দর ভাবে মালা গাঁথতে পারি না। আমাদের দেশটা বড় নীরস, এখানে সৌন্দর্য্যের সাধনা নেই। কেবল বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান, যন্ত্র আর যন্ত্র।

সে ফিরে যেতে যেতে বল্‌লে, রাত তিনটার সময় তোমরা ঠিক্ হ'য়ে থেকো, আমি আসব।

আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎ চলে গেল।

বীথিতে আমাতে চুপ ক'রে বসে রইলুম। চোখে একটুও ঘুম এলো না।

এক সময় লোহার দেয়ালে মনে হল কে যেন কী বাজিয়ে গেল। আমি সভয়ে চম্‌কে উঠ্‌লুম।

বীথি বল্‌লে, ভয় ক'রো না দাদা, কল্‌কাতার মতন এখানে গির্জ্জের ঘণ্টা বাজে না। লোহার দেয়াল আপনি আপনি ঐ রকম বেজে ওঠে। তিনটে শব্দ হলো। এইবারে আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎ আস্‌বে।

বীথির মুখের কথা শেষ হতে না হতেই লোকটাকে দেখা গেল।

আমাদের গোটা কয়েক কুইনাইন এর বড়ীর মত কতকগুলো বড়ী দিলে। বল্‌লে, এই লাল বড়ীগুলো খেলে অদৃশ্য হয়ে যাবে, এবং যেখানে খুসি তুমি যেতে পারবে, কেউ দেখ্‌তে পাবে না। আর এই নীল বড়ীগুলো যে কোনো জানোয়ারের গায়ের রক্ত দিয়ে খেলে সেই রকম জানোয়ার হয়ে যাবে।

বলেই লোকটা চলে যাচ্ছিল। বীথি তাকে ধরে বল্‌লে, কিন্তু আবার মানুষ হ'ব কী করে?

সে বল্‌লে, এক একটা বড়ীর একঘণ্টার বেশী শক্তি নেই। একঘণ্টা পরেই মানুষ হয়ে যাবে।

আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা বড়ীগুলো জামার ভিতরে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখে দিলুম।

আবার আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎ এসে উপস্থিত হল। বল্‌লে, আমার মালা কই? তোমাদের এত উপকার করলুম।

বীথি লোকটাকে মালাটা দিলে। সে সানন্দ অন্তরে মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা পকেট থেকে অদৃশ্য হবার বড়ীটা খাব ব'লে উদ্যোগ করচি, এমন সময় দেয়ালের ভিতর থেকে চারটে লোহার হাত বেরিয়ে এসে আমাদের শক্ত করে ধরলে। আমরা যেমন ছিলুম তেমনিই রয়ে গেলুম।

বীথি কেঁদে ফেল্‌লে, বল্‌লে, দাদা, আমি যে আর পারি না, বড় লাগ্‌চে।

আমারও ভয়ানক লাগ্‌ছিল, কোন কথা না বলে চুপ করে রইলুম।

দৈবের এ কী বিড়ম্বনা! একমুহূর্ত্তের জন্যে সব পণ্ড হয়ে গেল। আমি ত মূর্চ্ছা যাই-যাই এমন অবস্থা।

খানিকক্ষণ পরে সেই বৃদ্ধ দাড়ি-গোঁপযুক্ত লোকটা এসে হাজির হলো। চোখ দিয়ে তার আগুন ঠিক্‌রে পড়চে। তার হাতে বীথির শেষকালের মুক্তোর মালাটা।

দেয়ালের ভিতর থেকে চারটে লোহার হাত বেরিয়ে এসে আমাদের ধরলে

লোকটা আমার দিকে কট্‌মটিয়ে চেয়ে বল্‌লে, আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎকে মালাটা দিয়ে ভুলিয়ে কী কাজ করে নিয়েছ ?

আমি ভয়ে ভয়ে বল্‌লুম, কই কোন কাজ সে ত' করেনি !

লোকটা আমাকে একটা ধমক দিয়ে বলে উঠ্‌ল, মিথ্যে কথা ! কোন উপকার সে করেনি ?

বল্‌লুম, না।

লোকটা বল্‌লে, দেখ ছোকরা, খুব সাবধান। আমার কাছে কিছু লুকোতে চেষ্টা করো না, কোনো ফল হবে না। আমার লোক কোথায় কী করচে না করচে এ আমি সমস্ত খবর রাখি। রাত্রে হটাৎ আমার কোনো কাজে আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎকে দরকার হয়। তাকে ডাকলুম, পেলুম না। আমার ডিটেক্টরের অর্থাৎ পলাতক লোকদের ধরবার যন্ত্রের কল টিপে ধরলুম। দেখলুম, আকাশ-বজ্র বিদ্যুৎ এখানে রয়েছে। এত রাত্রে কেন এখানে ? আমার মনে ভয়ানক সন্দেহ হলো। তোমাদের কী কথাবার্ত্তা হচ্ছে জান্‌বার জন্যে, আমার শব্দ শোন্‌বার যন্ত্র বার করলুম। দুটো যন্ত্রই পাশাপাশি রেখে তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগ্‌লুম। আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎ তোমাদের বল্‌লে "কই, আমার মালা দাও, তোমাদের এত উপকার করলুম। এই বলে সে বীথির কাছ থেকে মালাটা নিয়ে চলে গেল।

আমি ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম। ভাবলুম, ভাগ্যিস্ আগের ব্যাপারটা জান্‌তে পারেনি, তাহ'লে আমাদের পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যেত।

বীথি বল্‌লে, আমাদের কী উপকার করেছে—তা আমরা বল্‌বো না। তোমাদের যা ইচ্ছে হয় করগে। বিনা অস্ত্রে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লজ্জা করে না।

লোকটা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, খুকী, তোমার কাছে উপদেশ শুন্‌তে আসিনি। উপকার করেছে কিং না করেছে বল্‌তে হয় কি না দেখি।

বলে সে চলে গেল।

আমি ডেকে বললুম, আমাদের জিজ্ঞাসা করচ কেন? আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎকেই জিজ্ঞাসা কর না।

—আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎকে জল করে ফেলে দিয়েছি। তাকে আর ফিরে পাব না। আমার বিনা হুকুমে রাতে বাড়ীর বাহির হওয়া মানেই আমার বিদ্রোহ করা। সে যখন বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছল তক্‌খুনি তাকে পুড়িয়ে ফেলে ছাই করে জল তৈরী করে ফেলেছি। এখন তাকে আর ফিরিয়ে পাওয়া যাবে না। বিদ্রোহীদের আমি ফিরিয়ে নিই না।

আকাশ-বজ্র-বিদ্যুতের জন্যে আমাদের একটু দুঃখ হলো। তবু ভাবলুম, বড়ীর কথা আমরা ছাড়া আর কেউ এখন জানে না। একবার ছাড়ান পেলেই বড়ীটা গালে ফেলে দেব!

লোকটা চলে গেল।

বুঝতে পারলুম রাত চারটা বেজে গেল। আমরা আর কোনো কথা কই না, কোনো রকম নড়ি-চড়ি না পর্য্যন্ত। বুঝলুম যা

করতে যাব, বা যা বল্‌তে যাব, সমস্ত সে লোকটার চোখ কাণ এড়াবে না।

কিন্তু কী উপায়!

এধারে ভোর হয়ে আস্‌চে। ভোরের রাতে আমাদের আত্মীয় বন্ধুদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে জন্তুদের খেতে দেওয়া হবে। এখনো যদি পাওয়া যায়, তাহ'লে বাঁচবার চেষ্টা করতে পারি।

ভোর হয়ে আস্‌চে।

আমরা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগ্‌লুম।

হটাৎ দরজা খুলে গেল। দুটো অতি-মানুষ আমাদের লোহার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বুড়ো লোকটার বাড়ীতে নিয়ে এলো।

লোকটা গম্ভীর মুখে বসে আছে। সুমুখে দুটো এঁকটা যন্ত্র রয়েছে। এ যন্ত্রটা আমরা পূর্ব্বে দেখিনি।

যন্ত্রটা দেখ্‌তে ঠিক একটা মানুষের মত। সাদা ঝক্‌ঝক্‌ করচে। ...স্ব ইস্পাতের তৈরী।

লোকটা বল্‌লে, খোঁপটা খুলে তোমাদের এর ভিতরে পুরে দেওয়া হবে। আর এইটে টিপলেই তোমাদের মাথাটা কচু-কাটার মত কেটে যাবে। সেই মাথাটার খানিকটা নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে আকাশ-বজ্র-বিদ্যুতের যা কথা হয়েছিল সব বুঝতে পারব। বলে লোকটা হা হা হা হা করে হেসে উঠ্‌ল।

তবু না বলে পারলুম না, জিজ্ঞাসা করলুম, কী করে তা বুঝতে পারবে?

লোকটা বল্‌লে, তোমার কানের ভিতর দিয়ে গিয়ে সমস্ত কথা-গুলো মাথার উপরে ছাপ রেখে গেছে। সেই ছাপগুলো প'ড়ে মানে করলেই তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সব ধরা পড়ে যাবে। বুঝলে খোকা ?

লোকটা উচ্চ-হাস্য করতে লাগ্‌ল। লোকটা যেন পাগল হয়ে উঠেছে।

ভোর হয়ে এলো, আর সময় নেই।

কিয়ৎক্ষণ পরেই যন্ত্রের সাহায্যে এই লোকটার অনুপস্থিতিতেও ব্যাট্‌বলদের কেটে ফেলা হবে।

আমার চীৎকার করে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে করতে লাগ্‌ল।

বীথির দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, সে চুপ করে আছে। তার চোখ জ্বল্‌চে মাত্র!

বুড়ো একটা বড় দেখে পাইপ ধরালে। পাইপটা প্রায় দু'হাত লম্বা। মুখের কাছে তামাক গুঁড়ো পুড়চে।

এই পাইপটা ধরাতে বুড়ো একটা মশালের মত প্রকাণ্ড জিনিষ জ্বালিয়েছিল। জিনিষটার ওজন প্রায় দশ সের হবে। সেটা আর নিবোয় নি।

বীথি আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, মিতু য়েফিলা ঠেউ টাতিবা লেফে রড়োবু ড়িদা য়েলিজ্বা ওদা।

আমার প্রথমে একটু বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। আর একবার বল্‌তেই আমার মাথায় জিনিষটা এসে গেল।

লোকটা বল্‌লে, কী বল্‌চ? ভয়ের চোটে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

আমি বল্‌লুম, বোধ হয়।

আমার হাতদুটো একটা লোকে ধরেছিল। আমি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলে একটু উঁচু হ'য়েই বারে দোলার মত দুল্‌তে দুল্‌তে বাতিটা পা দিয়ে ঠিক বুড়োর দাড়ীতে তাগ্‌ করে ফেললুম। সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর দাড়ি জ্বলে উঠ্‌ল। বুড়ো থতমত খেয়ে চম্‌কে উঠে চেঁচাতে লাগ্‌ল।

আমাদের যারা ধরেছিল তারা মাটীর উপরে ধপ্‌ করে আমাদের বসিয়ে দিয়ে বুড়োর দাড়ির আগুন নিবোতে ছুট্‌ল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হ'বার বড়ী মুখে পুরলুম।

বীথির বুদ্ধির তারিফ করতে হবে।

ভোর হয় হয়।

দু'জনেই ছুটে চল্‌লি বন্ধুদের উদ্ধার করতে।

বীথিকে বল্‌লুম, ভুল করচিস্, তুই ঐ বুড়োর কাছাকাছি কোথাও থাক্‌গে যা। ওদের কী কথাবার্ত্তা হয়, শুনে রাখা দরকার।

বীথি ফিরে গেল।

এরোপ্লেনের চাকার মত চাকাগুলো বন্‌বন্ করে ঘুরচে।

ব্যাট্‌বল ববি আর সাগর তিনজনের মৃতদেহই ধীরে ধীরে

একটা বাক্সের ভিতরে করে এগিয়ে আস্‌চে তারের যন্ত্রের সাহায্যে। ঠিক পাঁচটা বাজলেই সেই বাক্সগুলো পাখার তলায় এসে প'ড়বে আর তাদের মৃতদেহ কুচ্‌ কুচ্‌ করে কেটে যাবে।

আমি এসেই তারটা কেটে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে একটা লোহার দেয়ালে পাঁচটা বেজে উঠ্‌ল।

মৃতদেহ অদৃশ্য করবার কোনো ওষুধ জানা নেই, ওদের কোথায় রেখে দেবো এই হ'ল ভাবনা।

ভাবলুম, এই অতিমানবের সহরে যেখানেই ওদের রাখব সেখানে ধরা পড়বে। এদের নিয়ে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পাথর দিয়ে বেঁধে রেখে আসাই সবচেয়ে নিরাপদ।

যেমনি ভাবা, অমনি কাজ! একটা একটা করে সুড়ঙ্গ বে'য়ে তাদের ওপরে এসে রেখে গেলুম। এই সুড়ঙ্গের এখন আর কোনো জব্দ করবার উপায় নেই। প্রস্তর-মূর্ত্তি গুলো এখন আর কার মাথায় তলোয়ার ভাঙবে। আমি যে অদৃশ্য হয়ে গেছি। ভারী মজা লাগ্‌তে লাগ্‌ল!

অদৃশ্য হয়ে গেলে কেউ কাউকে দেখ্‌তে পায় না। আমার এ কথা আগে জানা ছিল না। বীথির খবর পাওয়া মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল।

একঘণ্টা শেষ হয় দেখে আমি একটা লোকজনহীন স্থানে এসে দাঁড়ালুম। ভাবলুম, বীথিও যদি বুদ্ধি করে এখানে এসে দাঁড়ায়, তার কাছ থেকে সব শুনতে পারি।

ঠিক একঘণ্টা হ'য়ে গেলে দেখি না বীথিও আমার পাশে এসে

দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা দু'জনে দু'জনকে দেখে ভারী আনন্দিত হ'লুম।

বীথি বল্‌লে, দাদা, সেই বুড়োটা ভয়ানক রেগে গেছে। বল্‌লে, আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎ একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে। দাঁড়াও, ওদের মজা দেখাচ্ছি, অদৃশ্য মানুষ দেখবার যন্ত্র এক ঘণ্টার মধ্যে তৈরী না ক'রে জলগ্রহণ করব না। যদি তা করে দাদা, তাহ'লে কী হবে!

তাকে বল্‌লুম, শিগ্‌গির আবার অদৃশ্য হয়ে যা। এখুনি হয়ত বুড়ো ডিটেক্টর আর সাউণ্ড রিসিভার দিয়ে আমাদের সব ওস্তাদি ধরে ফেলেছে। বোধ হয় এখুনি এলো ব'লে।

যেমনি বলা, অমনি বীথি অদৃশ্য হয়ে গেল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হ'য়ে গেলুম। মনে মনে ভাবলুম, বুড়োকে এইবারে দেখাচ্ছি মজা। ওকে এইবারে গিয়ে মেরে ফেল্‌ব।

এই মনে করে আমি বুড়োর ঘরে গিয়ে উপস্থিত! কোথায় বুড়ো! কেবল কতকগুলো জিনিষের ঠকাঠক্ শব্দ হচ্চে।

বুঝলুম, বুড়ো খুব ওস্তাদি খেলেছে। সে অদৃশ্য হ'য়ে তার যন্ত্র তৈরী করচে। কিন্তু তবু কোথায় থাকে সে। সে যেটা নিয়ে কাজ করতে যায়, আমি সেটা আবার গোলমাল করে দিয়ে আসি আর মাঝে মাঝে খুব হাসি।

বুড়ো বল্‌লে, একবার তৈরী করতে পার্‌লে তোমাদের দেখে নেবো।

আমি বল্‌লুম, তোমাকে তৈরী ক'রতে দিলে ত'?

বল্‌লে, আচ্ছা দেখ।

আমি কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সেখানে আর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় বীথির শব্দ শুন্‌তে পেলুম।

সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, দাদা, এখানে আছ?

বল্‌লুম, আছি। কেন?

সে বল্‌লে, আমি রাস্তায় বেড়াচ্ছিলুম, দেখি না কতকগুলো যন্ত্রপাতি নিয়ে কে কী কর্‌চে।

বল্‌লুম, যা শীগ্‌গির গিয়ে ওলট-পালট করে দিগে যা।

বীথি চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এলো বুড়ো। সে কাজ করচে, আমি গোলমাল সুরু করেচি।

বুড়োর গলার শব্দ শুন্‌তে পেলুম;

—এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছ—চোর কোথাকার!

বুঝলুম, বুড়ো খুব রেগেছে।

বল্‌লুম, চোর কী ক'রে হলুম।

—বল্‌লে, পরের মাথা খাটান জিনিষ নিয়ে ওস্তাদি মার্‌তে ঘৃণা হয় না।

বল্‌লুম, মোটেই না দাদামশাই।

বল্‌লে, একবার যদি তোমাদের হাতে পাই, ভাই-বোনকে একেবারে পিষে ফেল্‌ব।

কিন্তু হাতে পাবে কী ক'রে ?

আবার অনেকক্ষণ সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। মহা ভাবনা হোল, বীথিরও কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। চারিধার আঁতি-পাঁতি ক'রে খুঁজে খুঁজে বেড়াতে লাগলুম। কোথায় কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না, না পাওয়া গেল বীথির, না পেলুম খোঁজ বুড়োর। এধারে প্রায় ঘণ্টা শেষ হয়-হয়।

আগে যে জায়গায় বীথির সঙ্গে এসে দেখা করেছিলুম, সেই জায়গাতে ফিরে এলুম। আবার দেখিনা বীথিও ঘণ্টার শেষে মানুষ-মূর্ত্তি পেলে।

বল্‌লে, দাদা, তুমি কখন এলে ?

বল্‌লুম, এই ত' আস্‌চি। কিন্তু বুড়োর যে খবর পাওয়া যাচ্ছেনা। যদি সে অদৃশ্য মানুষ ধরবার যন্ত্র বের করে, তাহ'লে আমাদের আর আস্ত রাখ্‌বে না।

বীথি বল্‌লে, আমি সে সব বন্দোবস্ত করে এসেছি !

বল্‌লুম, কী করলি ?

বীথি বল্‌তে লাগ্‌ল ; আমি এধার ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। অনেক জায়গায় যাই, অনেক রকম জিনিষ দেখি। এক জায়গায় দেখি না একটা যুবক অতি-মানুষ তার পড়ার বইয়ের নীচে একখানা নভেল রেখে পড়চে, আমি তার গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে চলে এলুম, ছেলেটা চম্‌কে উঠ্‌ল। দাদা, কী মজা !

ব'লে আনন্দে বীথি হাততালি দিয়ে উঠ্‌ল।

বল্‌লুম, কিন্তু বুড়োর খোঁজ পেলি না ?

হ্যাঁ, পেয়েছি বই কি। বুড়োকে যে জব্দই করা গেছে, দাদা। আমি একটা বাড়ীর ভিতরে ঢুকে এ ঘর সে ঘর দেখে বেড়াচ্চি। একটা ঘরের ভিতরে দেখলুম একেবারে কিছুই নেই কেবল একটা চেয়ার আর টেবিল। সমস্ত ঘরটা একদম লোহার তৈরী। ঘরের ভিতরে মাত্র একটী দরজা আছে। সেটা বন্ধ করে দিলে কারুর সাধ্য নেই যে কোনো রকমে ঢোকে। দরজাটা ভিতর দিক দিয়ে এমন ভাবে বন্ধ করে দেওয়া যায় যে দশটা বোমা ছুঁড়লেও সে দরজা খুল্‌বে না।

হটাৎ দেখি যে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। লোহার টেবিলটাকে সুমুখের দিকে টেনে নিয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে কে যেন কাজ কর্‌তে বস্‌ল। বুড়ো বেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, এইবার দেখি কোন শালা জ্বালাতন করে।

আমি ব্যাপারটা বুঝলুম।

বুড়ো কাজ করতে লাগ্‌ল, আর আমি তা পণ্ড কর্‌তে সুরু করলুম। শেষে বুড়ো রাগের চোটে হাতের জিনিষগুলো মাটীর ওপরে ফেলে দিয়ে দরজা খুলে চলে আস্‌তে গেল, আমিও সেই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলুম।

আমি বল্‌লুম, বীথি মানুষ বাঁচাবার যন্ত্রটার কলকারখানা আমার সব জানা আছে। এক এক ক'রে ওদের সকলকে বাঁচিয়ে ফেল্‌তে হবে। তারপরে ওদের অদৃশ্য করে দিলেই হবে।

বীথি বল্‌লে, না দাদা, এখন থাক। ও, পরে কর্‌লেই হবে'খন।

এখন যাতে বুড়ো অদৃশ্য লোক ধরবার যন্ত্র না বার ক'র্‌তে পারে তার চেষ্টা আগে করা চাই।

আমিও বীথির সঙ্গে মত দিলুম।

মুখে বড়ী পুরে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই অদৃশ্য।

বুড়োকে আমরা একজন ক'রে পাহারা দিই, আর একজন সব সহর ঘুরে ঘুরে বেড়াই; আর এর ওর উপরে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করি।

বীথি বুড়োকে পাহারা দিতে গেল দেখে, আমি ভাবলুম, এইবার বুড়োর ওপরে প্রতিশোধ নেওয়া যাক্।

প্রথমে গেলুম সেই সুড়ঙ্গের পথে। প্রস্তর মূর্ত্তিগুলোকে একটা লোহার লাঠি দিয়ে মেরে মেরে সব ভেঙে ফেল্‌লুম। একটা পাথরের মূর্ত্তিও রইল না।

এরোপ্লেনের পাখার মত মানুষ কাট্‌বার যন্ত্রটার কলকব্জার ভিতরে বালি, ইট বেশ করে পুরে দিয়ে তার দফা-রফা করে এলুম।

এত আনন্দ হতে লাগ্‌ল যে আর কী বল্‌ব!

এক জায়গায় দেখি কতকগুলো অতি-মানুষের ছেলে ফুট্‌বল খেল্‌চে। ফুট্‌বল খেল্‌বার জন্যে পা বড় নিশ্‌পিস্‌ ক'রতে লাগ্‌ল। কিন্তু ফুট্‌বলটা প্রায় আমাদের ফুট্‌বলের বিশগুণ। অতএব সেটা মারলে যে বেশীদূর গড়াবে না, এ বেশ বুঝতে পারলুম।

একপক্ষ আর একপক্ষকে গোল দিলে।

নূতন করে খেলা আরম্ভ হ'লো।

আমি মাঠের ভিতরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লুম। যেমনি গোলের কাছাকাছি বল্‌টা আসে, তেমনি কোন রকমে ঠেলে-ঠুলে গোল দিয়ে দিই। এই রকমে যখন ঠিক একশ'টা গোল দিয়েছি, তখন তারা দেখ্‌লে যে বলটা থেমে গেলেও মাঝে মাঝে আপনি যেতে সুরু করে।

যেমনি এই দেখা, অমনি কতকগুলো ভীতু ছেলে পোঁ পাঁ দৌড় দিলে।

আমি হো হো ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌লুম।

একজন এগিয়ে এসে একজন পাণ্ডা মতন ছেলেকে বল্‌লে, কী বলত?

পাণ্ডাটী বল্‌লে, এ নিশ্চয়ই রাজার কোনো কর্ম্মচারীর কাজ? তা না হ'লে কখন কি আর অদৃশ্য হতে পারে।

—চল রাজার কাছে নালিশ ক'রতে যাই।

তারা চলে গেল। আমি আর তাদের সঙ্গে না গিয়ে একটা বাড়ীর ভিতরে ঢুকলুম।

সে বাড়ীর ছেলে মেয়েগুলো বসে, বসে ক্যারাম খেল্‌ছিল। ক্যারামের ঘুঁটিগুলো আঙ্গুল দিয়ে মারা আমার পক্ষে সাধ্য ছিলনা, তাকে ঠেল্‌তে হ'লে আমার সমস্ত হাতটাই ব্যবহার ক'রতে হবে।

যেমনি কেউ ঘুঁটি মারতে যাবে অমনি সেটা হাত দিয়ে আটকাতে লাগ্‌লুম।

একজন বল্‌লে, এই বোর্ডেতে কে আটা লাগিয়ে রেখেছে রে?

একটা মেয়ে তার উত্তর দিলে, বল্‌লে, কে আবার লাগিয়ে রাখ্‌বে।

…অমনি সেটা হাত দিয়ে আট্‌কাতে লাগ্‌লুম।

তবে সরচে না কেন?

লাগ্‌ল ঝগড়া। আর আমি সেই সময় ক্যারাম-বোর্ডের তলার ভিতরে ঢুকে সেটা উঁচু করে ঠেলে ফেলে পিট্টান দিলুম।

ক্লাসের ভিতরে ছেলেরা সব পড়চে। মাষ্টার মশাই কী একটা আঁক বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ছেলেদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর নস্যির শিশিটা আমার কাছে একটা ক্যাশবাক্সের মতন মনে হ'লো, সেটা টেবিলের ওপরে পড়ে রয়েছে।

মাষ্টার মশাই বোর্ডের দিকে মুখ করলেই ছেলেরা গোলমাল সুরু করে। এ ওকে একটা কথা বলে, ও তার চুল টানে। আবার মাষ্টার মশাই যে সময় ছেলেদের দিকে মুখ করেন, ছেলেরা অতি মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে।

ছেলেরা যখন বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনচে, তখন সকলের অসাক্ষাতে আমি একমুটো নস্যি তুলে নিলুম। আর সেই নস্যি সকলের নাকের কাছে ধরে ধরে বেড়াতে লাগ্‌লুম।

প্রথমে একজন হাঁচলে।

তারপরে আর একজন।

তারপরে তৃতীয়-জন।

মাষ্টার মশাই বক্‌তে থাকেন।

অমনি আর একজন হেঁচে উঠে।

মাষ্টার মশাই চটে লাল।

আবার একজন হেঁচে উঠ্‌ল।

মাষ্টার মশাই শেষকালের ছেলেটাকে বদ-মাইসি করে হাঁচবার জন্যে থাপ্পড় মারতে এলেন।

অমনি পাশের ছেলেটা হেঁচে উঠে মাষ্টার মশাইয়ের শরীরে অনেক গঙ্গা মৃত্তিকা বর্ষণ করলে।

মাষ্টার মশাই বল্‌লেন, এ রকম করলে তোমাদের গার্-জেনদের লিখে পাঠাব।

অমনি আর একজন হাঁচ্‌লে।

মাষ্টার মশাই রাগের চোটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অলক্ষ্যে সেই নস্যি নাকের কাছে ধরে বেড়াতে লাগলুম

তিনি যখন ফিরে এলেন তখন সমস্ত ক্লাসটায় হাঁচির ঢেউ উঠেছে। প্রত্যেক ছেলেটাই হাঁচ্‌ছে।

সুমুখে যে ছেলেটা প'ড়ল অমনি তার ওপরে তিনি বেত মারলেন।

ছেলেটা চীৎকার করে উঠ্‌ল। তবু হাঁচি তার থামে না।

হটাৎ হেড্‌-মাষ্টার এসে হাজির।

তিনি মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, ক্লাসে এত গোলমাল কিসের?

হেড্‌-মাষ্টারকে দেখেই মাষ্টার-মশাইয়ের কাপড় খুলে পড়ে-পড়ে। বল্‌লে, আজ্ঞে, আজ্ঞে,—

আমি অমনি হেড্‌মাষ্টারের নাকের কাছে খানিকটা নস্যি ধরতেই তিনিও হাঁচি সুরু করলেন।

মাষ্টার-মশাই চোখ দুটো কপালে তুলে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন।

আমি পালিয়ে এলুম।

আমি বেশ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। অদৃশ্য হয়ে ঘুরে বেড়ানোর মত সুখ আর নেই। দেশে ফিরে গিয়ে দু'একবার অদৃশ্য হবার মত বড়ী নিয়ে যাব ঠিক করলুম। তাহ'লে সেখানে অনেক কাজ করতে পারব আর একটী বর্ণও কেউ জানবে না।

বুড়োর জন্যেও আমার ভাবনা কিছু নেই। তাকে পাহারা দেবার জন্যে বীথি আছে। বুড়োটা বড় চালাক। যেমনি আমরা অদৃশ্য হয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে সেও অদৃশ্য হয়েছে। যদি তা না

হতো, তাহ'লে বুড়োকে আমাদের জব্দ করবার মজাটা ভাল করে টের পাওয়াতুম।

একটা বেশ সুন্দর মার্ব্বেল পাথরের বাড়ীর ধার দিয়ে চলেছি।

মিঠে গলায় গান শুন্‌তে পেলুম।

মনে হ'ল গানটা যেন কোথায় শুনেছি। বাড়ীটার ভিতরে ঢুকে দেখ্‌তে পেলুম একটা ঘরে একটী মেয়ে অর্গানের সুরে সুর মিলিয়ে গাইচে।

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি

অরূপ রতন আশা করি'।

অবাক হয়ে গেলুম। এখানেও রবিবাবুর গান এসেছে। মনে প'ড়ল আকাশ-বজ্র-বিদ্যুতের কথা। সে বলেছিল, এ দেশে আছে কেবল বিজ্ঞানের চর্চ্চা আর কিছু এখানে নেই।

যখন কিছুক্ষণ গান শুনে মনটা খুব স্ফূর্ত্তিবাজ হয়ে উঠ্‌ল, তখন মাথায় বদমাইসি বুদ্ধি খেলে গেল।

মেয়েটা অর্গান বাজিয়ে চলেছে।

আমি তার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে সেখানে টিপে দিয়ে সব বেসুরো করে দিতে লাগলুম।

মেয়েটা বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌ল, অর্গানটা খারাপ হয়ে গেছে বোধ হয়।

আমি অমনি বলে উঠ্‌লুম, অর্গান ভাল আছে।

মেয়েটা তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে অন্য ঘরে চলে গেল।

হঠাৎ দেখলুম, একঘণ্টা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মুহূর্ত্ত-মাত্র দেরী না করে একটা নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দেখা গেল।

আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎ আমাদের যা বড়ী দিয়েছিল, তার অর্দ্ধেক বীথিকে দিয়েছিলুম, অপর অর্দ্ধেকটা আমি রেখেছিলুম। বড়ী গুণে দেখি আর মাত্র একটী অদৃশ্য হ'বার বড়ী আছে। চমকে উঠ্‌লুম। এই বড়ীটা শেষ হলেই আমাদের সব আশা ফুরোলো। অদৃশ্য না হ'লে আমরা কিছুতেই বুড়োটার সঙ্গে পেরে উঠ্‌ব না। ঐ বড়ীটা শেষ হতে না হতেই আমাদের এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে, নইলে মৃত্যু ছাড়া আর অন্য উপায় নেই।

কিন্তু মানুষ হয়ে থাকার মত বিপদ আর সে দেশে নেই! প্রত্যেক অতি-মানুষই মানুষকে শত্রু ভাবে। ভাবলুম, এইবারে ইচ্ছামত জন্তু-জানোয়ার হ'বার বড়ীটা ব্যবহার করা যাক!

সুমুখ দিয়ে একটা পোষা কুকুর যাচ্ছিল। এখানে সাহেবের মেমেরা যে রকম সুন্দর কুকুর নিয়ে বেড়ায়, সেই রকম কুকুর। কেবল দেখতে ভয়ানক বড়। যেন একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

ছুরি নিয়ে নাকের কাছটা খানিকটা চিরে দিয়েই সেই রক্তটা

বড়ীটাতে লাগিয়ে খেয়ে ফেল্‌লুম। খেতে যা ঘেন্না লাগ্‌ছিল! কিন্তু কী করব, প্রাণের মায়া বড় মায়া!

কেটে যাওয়াতে কুকুরটা ভয়ানক ঘেউ ঘেউ আরম্ভ করলে। দুটো লোক এসে কুকুটাকে কোলে তুলে নিলে।
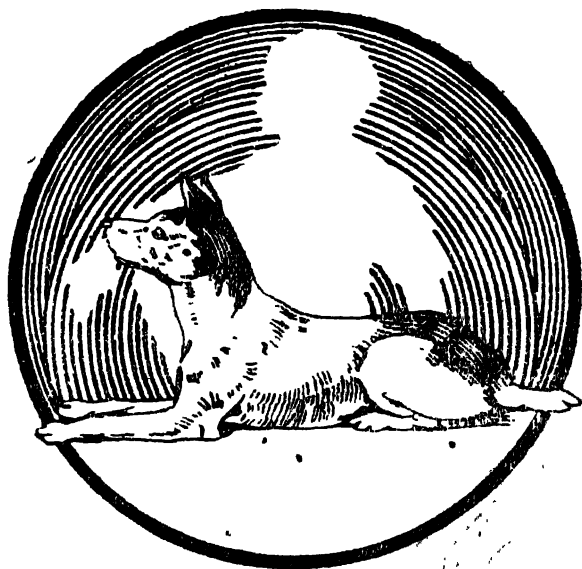
আমি কুকুর হ'য়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি।

আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। আমার রূপও মন্দ নয়!

হটাৎ একটা লোক বলে উঠ্‌ল, কী সুন্দর কুকুর দেখ!

তার পাশে একটী মেয়ে ছিল। সে বল্‌লে, দাদা, নিশ্চয়ই কারুর কুকুর হারিয়েছে।

হ্যাঁ ঠিক্ যেন মনে হচ্ছে পোষা কুকুর !

মেয়েটা তার দাদার হাত চেপে ধরে বল্‌লে, দাদা, আমি কুকুরটাকে বাড়ী নিয়ে যাব।

ছেলেটা বল্‌লে, না, যাদের কুকুর তারা যদি খোঁজ করে তাহ'লে যে মুস্কিলে পড়বি ?

মেয়েটা বল্‌লে, কেমন করে জান্‌বে ? আমি দৌড়ে বাড়ী পালাব।

ছেলেটা মেয়েটাকে বেশ ধমক দিলে। মেয়েটা চুপ করে রইল।

আমি সময় বুঝে মেয়েটার আর ছেলেটার কাছে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগ্‌লুম, আর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

ছেলে-মেয়ে দুটো চল্‌তে আরম্ভ করলে।

আমিও তাদের পেছনে পেছনে যেতে লাগ্‌লুম। মাঝে মাঝে ছেলেটার মাঝে মাঝে মেয়েটার গায়ে গা লাগিয়ে আদর করতে বল্‌লুম।

কিছু দূর গিয়ে মেয়েটা ঝপ্ করে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

তার দাদাকে বল্‌লে, না দাদা, একে আমি বাড়ী নিয়ে যাব। দেখচ না, আমার সঙ্গে যাবার জন্যে কী রকম করচে।

তার দাদা হেসে বল্‌লে, তুই আচ্ছা পাগ্‌লী মেয়ে !

কুকুর সেজে এদের বাড়ীতে এসে উঠ্‌লুম।

সকল ঘরেই আমি ঘুরে ফিরে বেড়াই। মেয়েটা সকলকে বলে

বেড়াচ্চে,—দেখেছ কী লক্ষ্মী কুকুর। আমার বড় আদর করতে ইচ্ছে করচে।

ব'লে আমাকে জড়িয়ে ধরে মুখে মুখ ঘসে দিলে।

আমি দিব্যি নিশ্চিন্তে আছি।

আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি।

রাত্রিবেলা আমাকে অনেক মাংস দিলে। আমি পেট ভরে খেয়ে নিলুম।

ঘুমাবার সময় মেয়েটা আর তার মা এক ঘরে শুলো। মেয়েটা আমাকে ঠিক তার পাশেই শুইয়ে রেখে আমার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

বুঝলুম, মেয়েটা বড় ছেলে মানুষ, আমাদের বীথির চেয়ে হয়ত বয়সে ছোট। কিন্তু সে অতি-মানব। তবে চেহারাও আমাদের চেয়ে ঢের বড়ো, বুদ্ধিও তেমনি ধারা। ওদের বুদ্ধির জোরেই আমার আজ স্ফূর্ত্তি।

মেয়েটা কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার চোখে ঘুম নেই। ভাবচি, ঘুমিয়ে পড়লেই কত ঘণ্টা কেটে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমি মানুষ হয়ে ঘুমিয়ে থাকব। শেষে ওরা হয় ত' ধরে বুড়ো রাজার কাছে পাঠিয়ে দেবে! ভাবতে সর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্‌ল!

তবু কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুম যখন ভাঙ্গ্‌ল, দেখি মেয়েটা চীৎকার করচে, মা, মা, মানুষ, মানুষ!

তার মা ধড়ফড়িয়ে উঠে অবাক্ হয়ে গেল।

আমি ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে কী করব ভাবতে লাগ্‌লুম।

কিন্তু মেয়েতে আর মা'তে তখন ভয়ানক চীৎকার লাগিয়েছে।
চারিধার থেকে লোক আস্‌তে লাগল।

মেয়েটা চীৎকার করচে, মা, মা, মানুষ, মানুষ।

আমি অদৃশ্য হ'বার বড়াটা গিলে ফেল্‌লুম।
কেন না, তখন জন্তু হ'লেও মেরে ফেল্‌বে।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কারুর মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোলো না।

মেয়েটা কেবল বল্‌লে, মা, আমার কুকুর!

আমি হো-হো-হা-হা, করে হেসে উঠ্‌লুম।

বল্‌লুম, এই ত' দাঁড়িয়ে আছি।

সকলে চমকে উঠ্‌ল।

আমি হা-হা করে হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে গেলুম।

রাস্তায় বেরিয়ে ভাবনা হ'ল আমাদের হাতে মাত্র একটী ঘণ্টার সময়। এই ঘণ্টার মধ্যে আমাদের যে করে হোক ব্যাট্‌বল, সাগর আর বেবিকে বাঁচিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেন বাজে কাজে স্ফুর্ত্তি করতে গিয়ে এত সময় নষ্ট করলুম, এই ভেবে মনে ভয়ানক দুঃখ হতে লাগ্‌ল।

বুড়োর বাড়ী থেকে একটা ঘড়ি চুরি করে নিয়ে এসেছিলুম। এই ঘড়ীটা পৃথিবীতে আমরা যে ঘড়ী ব্যবহার করি তারই মতন দেখ্‌তে। কিন্তু আমাদের ঘড়ী যেমন হাতে বেঁধে দেখে নিতে হয় কটা বাজল, এ ঘড়ীতে তা করতে হয় না। ঘড়ীটা বাঁধতে হয় উল্টো করে। ঘড়ীটার কাঁচের দিকটা হাতের সঙ্গে জোর করে বেঁধে দিলে আপনিই বোঝা যায় কটা বাজল।

বুড়োর বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে আমার প্রায় দশ-মিনিট বেরিয়ে গেল। দেখলুম, বুড়ো ব'সে ব'সে কাজ করচে। সে এখন অদৃশ্য হয়ে রয়েছে। বুড়োর কাজে কোনো ব্যাঘাত হচ্ছে না দেখে বুঝলুম, বীথি নেই। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল বীথির বড়া ত' ফুরিয়ে

গেছে। আমি তবু মাঝে এক ঘণ্টা কুকুর হ'য়ে অদৃশ্য হবার বড়ীটা বাঁচিয়েছিলুম! তবে কি বীথি বেঁচে নেই? তাকে কি বুড়ো মেরে ফেলেছে।

আমি বুড়োর কাজের ব্যাঘাত ঘটাতে আরম্ভ করলুম।

বুড়ো বল্‌লে, কি, আবার ফিরে এসেছ? কে তুমি?

আমি বল্‌লুম, বীথি কোথায়?

বল্‌লে, সে ত' অনেকক্ষণ হ'ল এধারে নেই বলেই মনে হচ্ছে।

তারপরে বুড়ো রাজা বল্‌লে, আমার আকাশ-বজ্র-বিদ্যুতের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তোরা এখনও প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছিস্। তা নাহ'লে তোরা এতক্ষণ কখন মরে ভূত হয়ে যেতিস্! যা, যা, শালা, কতক্ষণ আর তোদের বড়ী থাক্‌বে, এক সময় ফুরুবেই ফুরুবে।

আর দশ মিনিট কেটে গেল।

আমি বুড়োকে ফেলে রেখে, বীথির খোঁজে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম!

ভাবলুম, বোধ হয় আমরাও মরব, ব্যাটবলদেরও বাঁচাতে পারব না। ঐ বুড়ো অতি-মানবটার যন্ত্র বিনা ব্যাঘাতে এখুনি তৈরী হয়ে যাবে! এবার ধরা পড়লে, কত যন্ত্রণা দিয়ে যে আমাদের মেরে ফেল্‌বে তার ঠিকানা নেই।

বিশ মিনিট খুঁজেও বীথির উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

শেষে প্রত্যেক জন্তু জানোয়ারের কাণে গিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লুম, বীথি!

প্রায় হতাশ হয়ে এসেছি, এমন সময় দেখ্‌তে পেলুম এক-জায়গায় একটা বেড়াল চুপ করে মুখে একটা মুক্তোর মালা নিয়ে বসে আছে। সন্দেহ হ'ল।
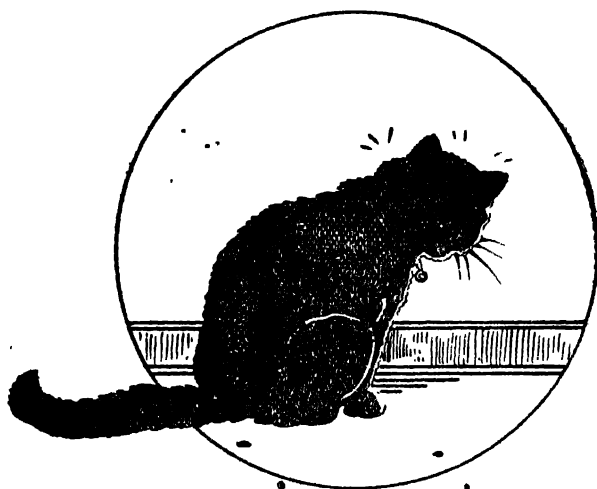
বীথি বেড়াল হ'য়ে বসে আছে।

কাছে গিয়ে ডাকতেই বল্‌লে, হ্যাঁ, আমি। আমার বড়ী ফুরিয়ে যেতে আমি জানোয়ার হয়ে আছি।

বল্‌লুম, তুই এখানেই থাক। আমি আবার এসে তোকে যা করতে বল্‌ব, করবি।

আমি চলে গেলুম।

আর মাত্র কুড়ি মিনিট আছে

আমি ছুটো-ছুটি করে বেড়াতে লাগ্‌লুম।

বুড়ো তখন বসে বসে বেশ মনোযোগ দিয়ে যন্ত্র তৈরী করচে।

তার যত রকমের যন্ত্র ছিল সমস্ত একে একে নষ্ট করে দিতে লাগ্‌লুম। যেগুলোর কলকারখানা বুঝলুম না, সে গুলোর ভিতরে বালি, পাথর ভরে দিতে আরম্ভ করলুম।
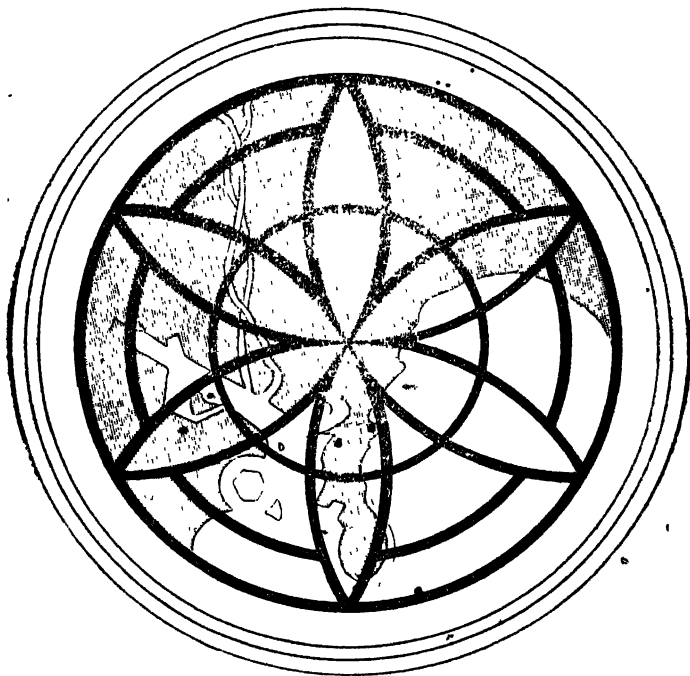
বুড়ো নিবিষ্ট মনে বসে আছে।

বুড়ো নিবিষ্ট মনে কাজ করে চলেছে। তার কোনো দিকে লক্ষ্য নেই। তার এখন একমাত্র লক্ষ্য বিনা ব্যাঘাতে যন্ত্রটা তৈরী করা।

ঘুরে ঘুরে প্রায় সমস্ত যন্ত্রপাতি নষ্ট করে ফেললুম।

বাড়ীর সবচেয়ে ওপরে উঠে দেখলুম একটা আমাদের দেশের টর্চ্চলাইটের মতন কী রয়েছে। সেটার যন্ত্রপাতি গুলো ঠেলা ঠেলি করতে করতে তার ভিতর দিকে অতি জাজ্বল্যমান আলো জ্বলে
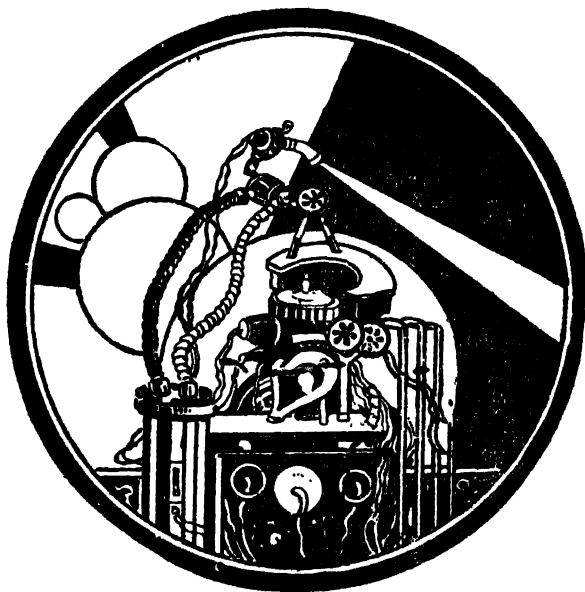
একটা আমাদের দেশের টর্চ্চ লাইটের মতন কী রয়েচে।

উঠে সমস্ত সহরটা প্রায় ভরিয়ে দিলে। সেই আলো 'যার গায়ে লাগ্‌তে লাগ্‌ল সেই মরতে লাগ্‌ল। কী ভয়ানক জিনিষ!

আমার ভয়ানক প্রতিহিংসার ভাব জেগে উঠেছে। আমি প্রায়

দেশটাকে শ্মশান করে ফেললুম। ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠ্‌ল। মাত্র সহরের গোটা কয়েক লোককে বাঁচিয়ে রাখলুম।

যন্ত্রটা খারাপ করে দিতেই হবে। কিন্তু কিছুতেই খারাপ হয় না। শেষে যেখানটায় টিপ্‌লে আলোটা জ্বলে ওঠে সেইটে একটা ছেনি দিয়ে মেরে কেটে ফেলে দিলুম। মারণ যন্ত্র নষ্ট হয়ে গেল। নীচে নেমে এসে দেখি বুড়ো একমনে কাজ করচে। দু'এক সময় যেন লাফিয়ে উঠ্‌চে আর বল্‌চে, 'হয়ে এলো', 'হয়ে এলো'! এইবার বাছারা যাবে কোথায়!

আর মাত্র বারো মিনিট।

আমি নিঃশ্বাস নিতে সময় পর্য্যন্ত পাচ্ছি না। বুড়োর কাজের একটু ব্যাঘাত ঘটিয়ে চলে এলুম।

বুড়ো একবার খিঁচিয়ে উঠ্‌ল।

একটা পরামর্শের জন্যে বীথির কাছে এলুম।

বীথি মালাগাছটা কাছে নিয়ে অমনি বসে আছে।

বল্‌লুম, এইবারে ব্যাট্‌বলদের নিয়ে এসে বাঁচাই, কী বল!

বীথি বল্‌লে, কিন্তু যদি তার মধ্যে বুড়োর যন্ত্র তৈরী হয়ে যায়!

আর মাত্র দশ মিনিট।

মাথার চুল ছিঁড়ে ফেল্‌তে ইচ্ছে করতে লাগ্‌ল। প্রতি মুহূর্ত্তে ভয়, বুড়ো বুঝি আমাদের যন্ত্র তৈরী করে ধরে ফেল্‌লে।

বীথিকে বল্লুম, যদি দুষ্টুমি করে বুড়ো মানুষ বাঁচাবার যন্ত্রটা নষ্ট করে দেয়। তখন কী করব?

বীথি বল্লে, ঠিক বলেচ দাদা। তুমি ওদের নিয়ে এসে বাঁচাতে আরম্ভ করো। তা না হ'লে বুড়ো বদ্‌মাইসি খেল্‌তে পারে।

আমরা ছুট্‌লুম।

মাত্র আট মিনিট আর সময়

সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ওপরে উঠে ব্যাট্‌বল, সাগর আর বেবিকে বুড়োর বাড়ীর ভিতরে এনে ফেল্‌লুম।

সাত মিনিট

বুক কাঁপ্‌চে থর থর করে!

যেমনি যন্ত্রটার শব্দ হয়েচে, বুড়ো চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, কে রে? ওখানে কেন?

আমি তাড়াতাড়ি ব্যাট্‌বলকে সরিয়ে রাখ্‌লুম।

বুড়ো বোধ হয় তার ডিটেক্‌টর দিয়ে দেখ্‌লে, কিন্তু কাউকে দেখ্‌তে পেলে না, তাই চেঁচিয়ে বল্‌লে, ও যন্ত্রে হাত দিতে আরম্ভ করেছ কেন? ওটা আমার সবচেয়ে সেরা যন্ত্র। সেটা তুমি নষ্ট কর' কি করে একবার দেখি।

ব'লে বুড়ো যন্ত্রটার কাছে এগিয়ে এল।

উভয়েই আমরা অদৃশ্য।

বুড়ো বল্‌লে, আমার সব যন্ত্র নষ্ট করে ফেলেছ তা আমি

জানি, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এ যন্ত্রতে হাত দেবে, সেই মুহূর্ত্তে আমাকে বাধা দেবার জন্যে উঠ্‌তে হবে। আমার তাতে অদৃশ্য মানুষ হ'বার যন্ত্র হোক আর নাই হোক।

কিন্তু আমার যে সময় নেই। কিছুক্ষণ পরেই মানুষ হয়ে যাব! দৃশ্য যন্ত্র দিয়েই আমাকে ধরে ফেলে কুচি কুচি করে কেটে ফেল্‌বে!

আর ছ' মিনিট আছে।

আমি সেখান থেকে চলে গেলুম।

দু' একটা অতিমানবের গায়ে ছুরি ফুটিয়ে খানিকটা রক্ত একটা পাত্রে ঢেলে বীথির লোমের তলায় লুকিয়ে রেখে এলুম। বল্‌লুম, আমাদের এবারে অতিমানব সাজা ছাড়া আর অন্য উপায় নেই।

বীথি বল্‌লে, আমার সময় হলে গেলেই অতিমানব হয়ে থাক্‌ব ত?

হ্যাঁ।

চলে এলুম।

পাঁচ মিনিট

বুড়োর পাশে দাঁড়িয়ে তার কাজের ব্যাঘাত করে এলুম। যন্ত্রপাতিগুলো চারিধারে ছড়িয়ে ফেল্‌লুম। বুড়ো টেবিলের ভিতর থেকে আবার নূতন জিনিষপত্র নিয়ে কাজ আরম্ভ করলে। ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম বুড়োর গোঁয়ারতুমি দেখে। আমাদের

না হয় প্রাণের ভয়ে এই সব বেয়াদপি কর্‌তে হচ্ছে, কিন্তু ও লোকটা আমাদের মারবার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করচে কেন!
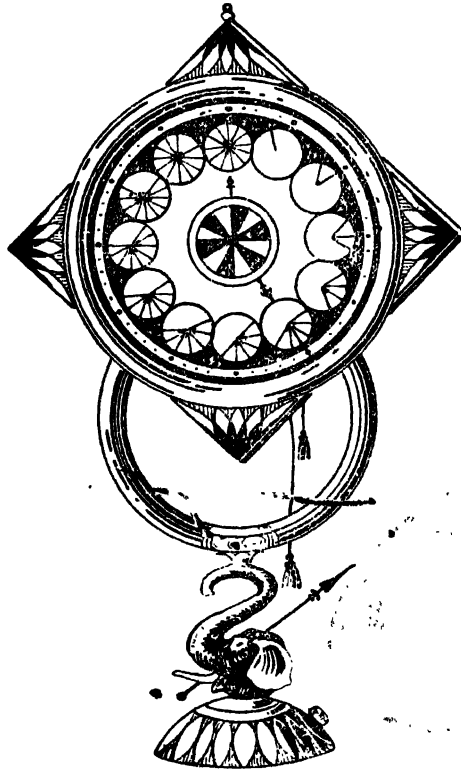
অতিমানবদের ঘড়ি।

কিন্তু অত ভাববার সময় তখন আর ছিল না। বীথির কাছে এলুম

বীথি বল্‌লে, দাদা, তুমি আবার এলে ?

বল্‌লুম, তুই অতিমানব হয়ে গেলে তোকে চিন্‌ব কী করে ?

বল্‌লে, ঠিক বলেছ দাদা। একটা চিহ্ন করতে হবে। প্রত্যেকেই একটা করে মুক্তোর মালা হাতে জড়াব তা হ'লেই প্রত্যেককে চিন্‌তে পারব।

আমি ফিরে এলুম।

চার মিনিট

সময় অল্প। মন ভয়ানক ছট্‌ফট্‌ করচে। তাড়াতাড়ির জন্যে কোন কাজই প্রায় হয়ে উঠ্‌চে না।

একবার বুড়োর কাছে ঘুরে এলুম। যন্ত্রগুলো টান মেরে ফেলে দিয়ে পালিয়ে এলুম। ব্যাট্‌বলদের যে ঘরে রেখেছিলুম সেখানে এসে দেখ্‌লুম, তারা ঠিক তেমনিই আছে। ফিরে আস্‌চি, এমন সময় দেখি একজন বুড়ো অতিমানবী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে রাজার কাছে এল। রাজাকে দেখ্‌তে না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু যন্ত্রপাতির শব্দ হওয়াতে বুঝলে, তাদের রাজা এখন অদৃশ্য হয়ে কাজ করচে। বুড়ী কাঁদ্‌ছিল। সে কান্না দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়। এদের দেশের লোকেরা যে কাঁদ্‌তে জানে এ আমার ধারণা ছিল না।

বুড়ী বল্‌লে, রাজা মশাই।

বুড়ো রাজা মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লে, কে রে ?

বুড়ী হাত জোড় করে বল্‌লে, আমাকে একটা ভিক্ষে দেবেন ?

কী চাই ?

রাজা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে।

বুড়ী বল্‌লে, রাজা মশাই

বুড়ী বল্‌লে, আপনার বাড়ী থেকে মারণ যন্ত্রের আলো ফেলে আমার একটী মাত্র ছেলেকে কে মেরে ফেলেছে।

বুঝেছি, বুঝেছি, তা কী করতে হবে? বল, বল আমার সময় নেই।

আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে আদেশ দিন!

রাজা গর্জ্জন করে উঠ্‌ল, জান না, আমি যাকে তাকে বাঁচিয়ে দিই না।

—দয়া করুন রাজা, দয়া করুন। ও আমার মাত্র একটী ছেলে।

—যাও, যাও, নিজে পার ত করে নাও গে। আমার সময় নেই, আমাকে আর বিরক্ত করো না।

বুড়ী খুসী হয়ে চলে গেল।

তিন মিনিট

বুড়ো রাজা কাজ করেই যেতে লাগ্‌ল। তার কোন দিকে খেয়াল নেই।

আমি বাঁচন-যন্ত্রের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

বুড়ী তার মরা ছেলেকে নিয়ে এল।

বুড়ী বাঁচন-যন্ত্রের কলকারখানা জান্‌ত না। মহা মুস্কিলে পড়্‌ল। সে ছেলেটাকে কিছুতেই বাঁচিয়ে তুলতে পারলে না।

আকাশ-বজ্র-বিদ্যুৎকে যখন গুলি ক'রে আমরা মেরে ফেলি, তখন বুড়ো তাকে যে ভাবে বাঁচায়, আমাদের তা দেখিয়ে দিয়েছিল। আমি বেশ করে তা' মনে করে রাখি।

ড়ী যখন কিছুতেই পেরে উঠ্‌লে না, আমি অদৃশ্য অবস্থায়

তাকে সাহায্য করলুম। ছেলেটা বেঁচে উঠল। বুড়ী ভাবলে, অদৃশ্য রাজাই বুঝি বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

দু' মিনিট

আমি ক্ষিপ্রহস্তে ব্যাট্‌বলদের টেনে নিয়ে এলুম। বুঝলুম, এ সুবিধে হারালে আর পাওয়া যাবে না। যন্ত্রের শব্দ হলে বুড়ো ভাববে বুড়ীই বুঝি তার ছেলেকে বাঁচাচ্ছে।

আগে ব্যাট্‌বলকে বাঁচালুম। ব্যাট্‌বল কী একটা বলতে যাবে, আমি তার কাণে কাণে বললুম, চুপ, কোনো কথা ক'স্‌নি। আমি অজিত।

ব্যাট্‌বল হতভম্ব হয়ে রইল।

এক মিনিট

সাগরকে আর বেব্রিকে বাঁচিয়ে নিয়ে বললুম, তোরা চুপ করে দাঁড়া। কোনো কথা কইবি না। আমি ফিরে এলেই তোদের যা করতে বল্‌ব, তোরা বিনা বাক্যব্যয়ে তাই করবি। যদি না করিস, তাহলেই মরবি।

সময় আর নেই। মাত্র কুড়ি সেকেণ্ড। ভয়ে বুক কাঁপচে। কী হয়! কী হয়!

বুড়োর কাছে আসতেই বুড়ো আনন্দে লাফিয়ে উঠল, আরে, অদৃশ্য-মানুষ ধরবার যন্ত্র হয়ে গেছে যে! এইবার!

সঙ্গে সঙ্গে আমি মানুষ হয়ে গেলুম। সময় ফুরিয়ে গেছে। বুড়ো বললে, কই, আর ত দেখা যাচ্ছে না?

এমন সময় আমার দিকে চোখ পড়ল। আমি তখন দৌড়োতে সুরু করেছি। ব্যাট্‌বলদের বল্‌লুম, আমার পেছনে পেছনে ছোট্‌।

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছি। বুড়োর যন্ত্রপাতি নাড়ার শব্দ শুন্‌তে পেলুম। বোধ হয়, আমাদের ধরবার বন্দোবস্ত করছিল। চেঁচিয়ে

সাগরকে আর বেবিকে বল্‌লুম, তোরা চুপ করে দাঁড়া!

হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠ্‌ল, বেটারা সব নষ্ট করে গেছে, কিন্তু কোথায় যাবে!

বুড়োর 'ডিটেক্টর'টা নষ্ট করতে পারি নি। আমার সেই

কথাটাই মনে হ'ল। ভয়ে শরীর হিম হয়ে আস্‌চে। পা আর চলে না, তবু ছুট্‌তে হচ্ছে।

রাস্তার ধারে কতকগুলো অতিমানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। তারা হাত তালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, মানুষ, মানুষ!

আমরা বাঁদর দেখ্‌লে যেমনি করি, তারাও ঠিক তেমনি করতে লাগ্‌ল। আমরা বাঁদরের গায়ে ঢিল ছুঁড়ি। তারা ছুঁড়তে লাগল ইটের মত এক একটা পাথর। লাগ্‌লে যে আর চল্‌তে হবে না এটা ঠিক।

আমরা প্রাণপণে ছুটেচি। একটা পাথর আমার পায়ের কাছে লেগে পাটা প্রায় থেতলে দিয়ে গেল, কিন্তু যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ ছুট্‌তে হবে!

কিছুক্ষণ এই রকম ছোটার পর হাঁফাতে হাঁফাতে বীথির কাছে এসে দাঁড়ালুম। সে অতিমানব হয়ে আছে। হাতে তার মুক্তোর মালা। আমাদের দেখেই আমাদের বড়ী খাইয়ে দিয়ে অতিমানব করে দিলে।

এমন সময় দেখি, বুড়ো রাজা দু'জন অতি ষণ্ডামার্ক অতি-মানব নিয়ে ছুটে আস্‌চে। আমার কাছে আস্‌তেই গড় হয়ে প্রণাম করলুম।

বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, মানুষগুলো কোন ধার দিয়ে গেছে রে?

বল্‌লুম, হুজুর, তারা যে সুড়ঙ্গের পথে গেল।

বুড়োর মুখ রাগে কালো হয়ে উঠ্‌ল, বল্‌লে বেটারা পালাল। তোরা ধরলি না কেন?

বলে আমার গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলে।

বল্‌লুম, আপনার 'ডিটেক্টর' আছে জানতুম। তিনি বল্‌লেন, বেটারা যে সেটাও খারাপ করে গেছে। এই রকম জায়গাটায় মনে হ'ল মানুষগুলো মিলিয়ে গেল। 'ডিটেক্টর'টা খারাপ হয়েছে বলেই ত' ওরকম হয়ে গেল।

সেখানে প্রায় জন কুড়ি অতিমানব দাঁড়িয়ে ছিল।

রাজা সকলকে বল্‌লে, তোরা ছোট্, সকলে মিলে ছোট্, তাদের ধরে নিয়ে আসা চাই। যদি না পারিস, তোদের দেশ ছারখার করে ফেল্‌ব।

সকলেই ছুট্‌তে স্থরু করে দিলে। আমরাও ছুট্‌তে লাগ্‌লুম। পেছনে চেয়ে দেখি বুড়ো সেইখানেই বসে পড়ে ডিটেক্টরটা' নিয়ে নাড়াচাড়া করচে।

ব্যাট্‌বলকে বল্‌লুম, বুড়োকে এইবারে জব্দ করে এলে কেমন হয় ?

সাগর বল্‌লে, কি করে করবে ?

বল্‌লুম, বুড়ো আমাদের প্রাণ নিতে চেয়েছিল, আমাদের নানা রকমে কী যন্ত্রণা দিয়েছে তা ভোল্‌বার নয় ! এসো, কোন রকমে বুড়োকে মেরে ফেলি ।

বেবি বল্‌লে, তাহ'লে এদের দেশের লোকেরা ছাড়বে কেন ? তাদের ত' শক্তি আছে । তারা আমাদের মেরে ফেল্‌বে ।

বীথি বল্‌লে, না, দাদা, তা দরকার নেই । বরঞ্চ কিছু নূতন জিনিষ এদেশ থেকে নিয়ে যাই চলো ।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমরা কথা কইচি । অন্যান্য অতিমানবেরা ছুটে চলেছে । কোন দিকে দৃক্‌পাত নেই ।

প্রায় সুড়ঙ্গটার কাছাকাছি এসেছি । ইচ্ছে করলেই এখুনি পালাতে পারি । কিন্তু বীথির কথাই ঠিক । একটা দেখাবার মত জিনিষ নিয়ে যেতে হবে । অতএব এখন ফিরলে চল্‌বে না ।

অতিমানবদের দাঁড় করিয়ে বল্‌লুম, আরে, ঐ যে ঐ বাড়ীটার ধার দিয়ে মানুষগুলো পালাল। ছোট্ ছোট্।

দশটা ঘোড়ার মত বেগে তারা ছুট্‌তে লাগ্‌ল।

আমরা পেছনে পেছনে ছুটেছি।

বীথিকে বল্‌লুম, কোন জিনিষই ত' নিয়ে যাবার মত নেই। সবই নষ্ট করে ফেলেছি। কেবল বুড়োর কাছে ডিটেক্টরটা আর সেই ছোট আরসির মত আলোর মারণ-যন্ত্রটা আছে। সেটা ওর কাছ থেকে যে করে হোক কেড়ে নিতে হবে।

বীথি হাত তালি দিয়ে উঠল, ঠিক বলেছ দাদা।

ব্যাট্‌বল বল্‌লে, কিন্তু অতিমানবের দলকে বুড়োর কাছ থেকে যে করে হোক দূরে সরিয়ে রাখ্‌তে হবে। বুড়োর সঙ্গে যখন আমাদের পাঁচজনের লড়াই লাগ্‌বে, তখন অন্য কেউ থাকলে সকলেই রাজার দলে হবে।

অতিমানবের দল হটাৎ ছোটা বন্ধ করলে। আমাকে বল্‌লে, কই হে, দেখ্‌তে পাওয়া গেল না ত?

বল্‌লুম, কিন্তু ঠিক যেন দেখলুম, এই ধার দিয়ে গেল।

বেবি বল্‌লে, না; রাজা দেখ্‌চি আমাদের আর আস্ত রাখ্‌বে না।

বলে বেবি বসে পড়ল। বোধ হয় তার পাটা কন্‌কন্ করছিল। চালাক ছেলে। আমরা সকলেই বেবির দেখাদেখি বসে পড়লুম। একজন অতিমানব বল্‌লে, কী করা যাবে বলত? মুখ গম্ভীর করে বল্‌লুম, তাইত' ভাবচি।

কিন্তু মনে মনে যা হাস্‌চি তা ভগবানই জানেন।

বীথি হটাৎ বল্‌লে, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলেচে।

সকলেই তার দিকে চেয়ে রইল।

বীথি বল্‌লে, আমার মনে হয় মানুষগুলো অতিমানব হয়ে আছে।

একজন বল্‌লে, কেমন করে হবে? সে ওষুধ ত' রাজা ছাড়া আর কেউ পেতে পারে না। তা ছাড়া অতিমানবের রক্তই বা পাবে কোথায়?

আমি বল্‌লুম, তা আর পাওয়া শক্ত কি? রাজার বাড়ীতে অত ঘুরেছে ফিরেছে আর ওষুধটা যোগাড় করে নিতে পারে নি।

—কিন্তু অতিমানুষের রক্ত?

আমার উত্তর দেবার আগেই একজন তার হাতে একটা দাগ দেখিয়ে বল্‌লে, আমাকে ঘণ্টাখানেক আগে মনে হ'ল কে যেন ছুরি মারলে। আমার মাথাটা একটু ঘুরে উঠ্‌ল। চেয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই, কেবল অনেকটা রক্ত মাটীতে পড়ে রয়েছে।

সকলেই তার হাতটা পরীক্ষা করলে।

বীথি আমার দিকে চাইলে। বুঝতে পারলুম, এই লোকটার গায়ের রক্তই বীথি নিয়েছিল।

আমি বল্‌লুম, আমাদের মধ্যেই হয় ত' কেউ সেই অতিমানব সেজে বসে আছে।

কথাটা শুনেই সকলে শিউরে উঠ্‌ল।

আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লুম, কিহে, তুমি নয় ত?

সে অতিমানবটা বলে উঠ্‌ল, না, না, আমি না।

সে ভয় পেয়েছে দেখে আমার বেশ আনন্দ হচ্ছিল।

একটু পরে একজন বেশ বয়স্থ অতিমানব বল্‌লে, চল, রাজার কাছে যাই। তাঁকে সব বলিগে।

সকলে উঠে পড়ল।

আমাদের এইবারে মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ল। যদি এইবার কোন যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের আসল রূপ ধরতে পারে। বুড়োর অসাধ্য কোন কাজ নেই। এখুনি হয় ত' একটা যন্ত্র তৈরী করে বস্‌বে আসলরূপ ধরবার জন্যে।

বুড়োর কাছে সকলে এসেই গড় হয়ে নমস্কার করলুম।

বুড়ো তখন ডিটেক্টরকে খুলে ফেলে ময়লা পরিষ্কার করচে। বুড়োর ধারণা ডিটেক্টরটা খারাপ হয়ে গেছে, এতে আমাদের বেশ আনন্দ হলো।

বীথি আমার কানে কানে হটাৎ বল্‌লে, দাদা, বড়ীর শক্তি ত' মোটে একঘণ্টা। কতক্ষণ হ'ল বলত ?

আমাদের সকলের মুখ সাদা হয়ে গেল। ঘড়ীটা নিয়ে আস্‌তে ভুল হয়ে গিয়েছিল। ব্যাটবলদের বাঁচিয়ে চলে আসার সময় সেটা রাজপ্রাসাদেই ফেলে এসেছিলুম।

একজন অতিমানবের হাতে ঘড়ী দেখে বল্‌লুম, কতক্ষণ আমরা ছুটে বেড়াচ্চি বলত ? পা'টা এত ব্যথা করচে কেন ?

লোকটা উত্তর দিলে, ঠিক চল্লিশ মিনিট !

আমরা সকলে সামান্য একটু চমকে উঠ্‌লুম। আর মাত্র সতের

আঠার মিনিট আছে। যে করে হোক এই দেশ ঐ সময়ের ভিতরে ছেড়ে চলে যেতে হবে, এবারে ধরা পড়লে আর নিস্তার নেই।

বুড়ো গর্জ্জন করে উঠ্‌ল। বল্‌লে, কিরে, কী হল?

একটা অতিমানব এগিয়ে গিয়ে আমাদের ধারণা জানালে।

বুড়ো ক্ষেপে উঠ্‌ল।

সে বল্‌লে, তোদের যেখানে যত অতিমানব আছে সকলকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়। মেয়েছেলে কাউকে বাদ দিস্‌ নি।

যে অতিমানবটার রক্ত বীথি নিয়েছিল, সে লোকটা এগিয়ে গিয়ে বল্‌লে, হুজুর, আমার মনে হয়, আমার শরীরের রক্তই নিয়েছিল। মেয়েদের আর এনে কী হবে? তারা ত' সকলে পুরুষ হয়েই আছে।

বুড়ো রেগে লাল হয়ে বল্‌লে, কথার ওপরে কথা কেন? বেরো সুমুখ থেকে।

সকলে ছুট্‌তে আরম্ভ করলে। আমরাও ছুট্‌তে যাব, এমন সময় বুড়ো বল্‌লে, শীগ্‌গীর ডাক ওদের।

যারা ছুট্‌তে আরম্ভ করেছিল আমরা তাদের ডেকে আনলুম।

সকলে কাছে এসে দাঁড়াতেই বুড়ো বল্‌লে, দাঁড়া, তোদেব আগে দেখে নেই, তোদের ভিতরেও ত' তারা থাক্‌তে পারে।

আমাদের মুখ সাদা হয়ে গেল, পা কাঁপ্‌তে লাগল। ভগবানের নাম জপ্‌তে সুরু করে দিলুম।

সকলেই সার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছি।

বুড়ো সকলকে ডেকে ডেকে পরীক্ষা করচে

বুড়ো তার পকেট থেকে একটা আরসীর মত যন্ত্র বার করলে। যে লোকটা জানে না, সে সেটাকে আরসী বলেই ভাববে।

একটা কুকুর আস্‌ছিল। সেটার রক্ত বুড়ো খানিকটা নিয়ে একজন অতিমানবকে খাইয়ে দিলে। অতিমানব দেখ্‌তে দেখ্‌তে কুকুর হয়ে গেল।

বুড়ো তার মুখের স্থমুখে আরসীটা ধরলে। কুকুরের ছায়াটা উঠ্‌ল না, পড়ল অতিমানবের ছায়া। বুড়ো স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌লে, বেটারা এটা তাহ'লে খারাপ করে নি। করবে কী করে, বুদ্ধি কোথায়?

আমরা তখন ভয়ানক কাঁপছি। আর দাঁড়াতে পারচি না, পড়ে যাই এমন অবস্থা।

তবু মুখে সাহসের ভাব দেখিয়ে ব্যাট্‌বল বল্‌লে, আর ভয় করে লাভ নেই। এসো আমরা পাঁচজনে একসঙ্গে গিয়ে বুড়োকে ধরে মেরে ফেলি আর ওর জিনিষগুলো কেড়ে নিই।

বল্‌লুম, কিন্তু অন্য লোকগুলো রয়েছে যে!

সে বল্‌লে, তারা আমাদের ভাব দেখে প্রথমে একটু হতভম্ব হয়ে যাবে নিশ্চয়ই! তারপরে তারা আমাদের আঘাত করতে পারে, কিন্তু সে মরণের চেয়ে ভাল।

আমাদের কাছে একটা করে ছোরা ছিল।

সেটা ঠিক করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সময় আর বেশী নেই বুঝতে পারলুম।

বুড়ো এক একজন করে ডেকে তাকে পরীক্ষা করে ছেড়ে

দিচ্ছে, আর তারা বেরিয়ে আস্‌চে অন্যান্য অতিমানবদের ধরে আন্‌তে। এতে আমাদের অনেকটা সুবিধে হলো।

বুড়োর মুখটা এখন যেন একটা কালো রাক্ষসের মত দেখালো।

আমাদের পাশে মাত্র আর একটী লোক আছে।

তারও শেষে ডাক পড়ল।

বুড়ো তাকে যেমনি পরীক্ষা করতে যাবে, আমরা আর দেরী না করে একসঙ্গে ছুটে গিয়ে বুড়োর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লুম।

বুড়ো বুঝতে পারলে, আমরাই তার শিকার।

বুড়োকে কাবু করা যাবে ভাবা গিয়েছিল, কিন্তু বুড়োকে কাবু করা গেল না। বুড়োর সঙ্গে আমাদের কিছুক্ষণ কুস্তি আরম্ভ হয়ে গেল। বুড়োর গায়ে ছিল অসম্ভব শক্তি! তা ছাড়া বুড়ো কুস্তির কায়দা জান্‌ত। তবুও আমরা পাঁচজন আর হাতে ছোরা ছিল বলে প্রায় দশ বার মিনিট বুড়োর সঙ্গে লড়াই করলুম। বুড়ো প্রায় হেরে এসেচে, এমন সময় কতকগুলো বুড়োর লোক এসে আমাদের ওপরে পড়ল। আমরা কিছুতেই আর পেরে উঠ্‌লুম না। আত্ম-সমর্পণ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আমরা তাদের হাতে বন্দী হলুম।

বুড়োর হাত দিয়ে ঝর্‌ ঝর্‌ করে রক্ত পড়ছিল। এত রক্ত পড়ছিল যে তার ইয়ত্ত্বা নেই। আমরা হ'লে অজ্ঞান হয়ে যেতুম, বুড়ো কিন্তু বিশেষ গ্রাহ্য করলে না। সে একজন অতিমানবকে বল্‌লে, এদের প্রাসাদে নিয়ে যাও। কাল সকালে এদের বিচার

হবে। এবারে এদের এমন যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেল্‌ব, বুঝ্‌তে পারবে অতিমানবের রাজার সঙ্গে দুষ্টুমি করা সহজ নয়। বাছাধনেরা এইবার টের পাবে।

আমাদের ভয়ের সীমা রইলো না। যদিও আমরা অতিমানবের রূপ নিয়েই আছি, তবুও আমরা জানি, আমাদের সত্যিকারের রূপ কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকাশ পাবে, আর তারপরে আমাদের অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে মৃত্যু হবে। বাড়ীর কথা, দেশের কথা মনে পড়ে দুঃখে আমাদের চোখে জল এলো।

বুড়ো আমাদের এক নির্জ্জন ঘরে নিয়ে গেল। বুড়োর কর্ম্মচারীরা আমাদের এমন এক ভয়ানক জায়গায় নিয়ে এলো যে, আমরা তা আজও বেশ মনে করতে পারি। একটা অন্ধকার ঘর। ঘরের চারিটি দেওয়াল ঘন কালো পাথরে তৈরী। কোথাও কোনো ছিদ্র নেই। কেবল ছাদের ভিতর দিয়ে একটা খুব সরু গর্ত্ত বরাবর উপরের দিকে উঠে চলে গেচে। সেইখান দিয়ে সামান্য একটু বাতাস আস্‌চে আর সেই বাতাসের জন্যেই আমরা বেঁচে রইলুম, তা নইলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যেতুম! ঘরটায় এতটুকু আলো আসে না। অন্ধকার যেন ঘরটার দেওয়ালে দেওয়ালে জড়িয়ে আছে। তার উপরে সেই অন্ধকার ঘরের গলা পর্য্যন্ত নোনা জল। আমরা সেই নোনা জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। পায়ের তলায় এত পিছল যে, মাঝে মাঝে পা পিছলে যায় এবং আমরা পড়ে গিয়ে নোনা জলে হাবুডুবু খেতে থাকি।
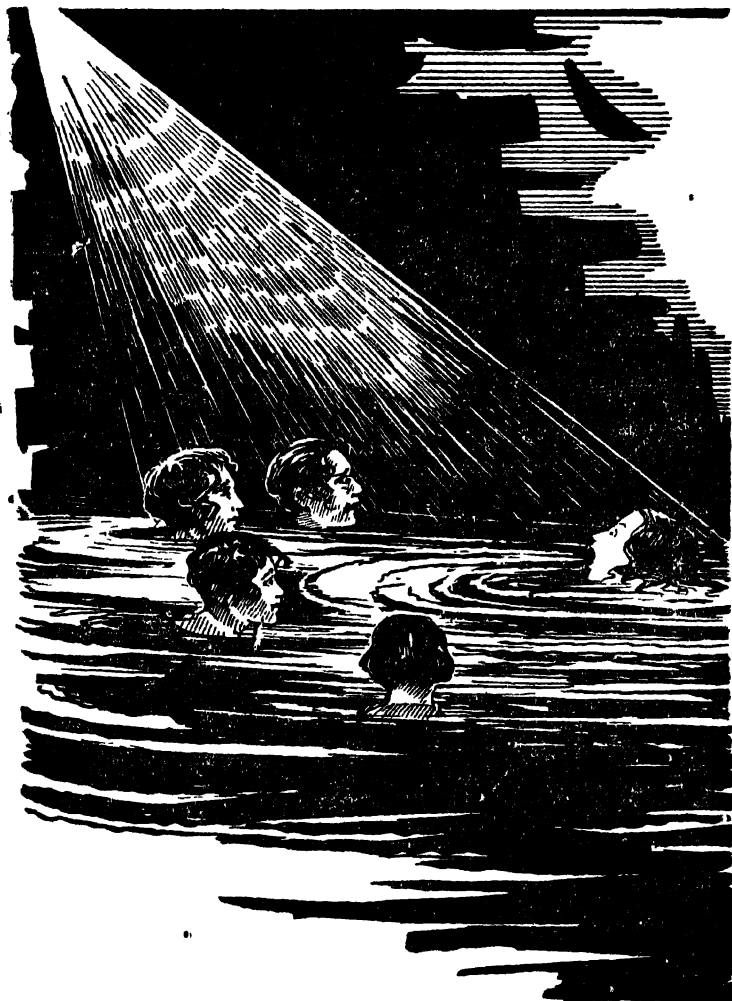
দিনের পর দিন চলে যেতে লাগ্‌ল। যখন আমরা মানুষ হয়ে গিয়েছিলুম, তখন জলটাও সঙ্গে সঙ্গে নেবে গিয়েছিল। বুঝলুম, এমন ঠিক করা আছে যে, যন্ত্রের সাহায্যে জলটা কখন কমান আর কখন বাড়ান যায়। আর আমাদের কোনো জায়গা থেকে কেউ লক্ষ্য করে।

আমরা কোনদিন আহার পাই, আর কোনদিন আহার পাই না। যেদিন আহার পাই, সেদিন অতি সামান্য, ইচ্ছে ক'রে, অন্যজনের খাবার কেড়ে খাই। তিন চারদিন অন্তর একজন সামান্য একটু ভাল জল সেই ছাদের ছিদ্র দিয়ে নামিয়ে দিত। সেই খেয়ে কোনোদিন আমাদের তৃষ্ণা মিট্‌ত না। বীথি কাঁদত, বেবি কাঁদত, আমার চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে জল পড়ত।

বীথি আর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে একদিন আমাকে বল্‌লে, আর কষ্ট সহ্য করতে পারি না, দাদা। এরকম ভাবে যন্ত্রণা দেওয়ার চেয়ে আমাদের মেরে ফেল্‌তে বলো না? এর চেয়ে মরণ সুখের।

বীথির কথায় আমাদের চোখে জল এলো। কিন্তু এর চেয়ে কত যে কষ্ট আমাদের ভাগ্যে ছিল, তা যদি আমরা জান্‌তুম, তা'হ'লে সেদিন বীথির কথায় কাঁদ্‌তুম না।

হটাৎ একদিন সকলে দেখলুম, ঘরের জল মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেচে। ঘর খট্‌খট্‌ করচে শুক্‌নো।

বহুদিন আমরা বসিনি। কতদিন পরে আবার বস্‌লুম। কী যে আরাম হলো, তা বল্‌বার নয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কোমর

পা, ইত্যাদি টিপে দিতে লাগ্‌লুম। যেন সুখের আর অন্ত নেই।

কিন্তু বেশীক্ষণ এ-রকম সুখ আমাদের ভাগ্যে ছিল না। একটু পরেই বুঝতে পারলুম, আমাদের ঘরটা যত বড় ছিল, তত বড় নেই। ঘরটা যেন হটাৎ ছোট হয়ে গেচে।

ব্যাট্‌বল আমাকে প্রশ্ন করলে, হ্যাঁরে অজিত, ঘরটা যেন হটাৎ ছোট হয়ে গেচে বলে মনে হচ্ছে, না ?

আমি উত্তর দিলেম, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

সাগর কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করলে না। সে হাস্‌তে লাগ্‌ল, বল্‌লে, তোমাদের মাথা এখন ঘুরচে। মাথার কোন ঠিক নেই। কিছুক্ষণ ঘুমোও, তারপরে দেখ্‌বে, সব ঠিক আছে।

এই বলে সে আর দ্বিরুক্তি না করে মেজের উপরে সটান্ শুয়ে পড়ল। তার দেখা-দেখি বেবিও শুলো। একপাশে বীথি তার কাপড়টা বেশ করে গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি আর ব্যাট্‌বল কোনো কথা না বলে কেবল একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেম এবং তারপরেই মেজেতে পতন ও গভীর নিদ্রা।

সেদিন এত ঘুমোলুম যে একবারের জন্যেও আর জাগিনি।

পরদিন অনেক বেলায় জেগে উঠ্‌লেম। উঠেই দেখি আমাদের অমন বড় ঘরটা সামান্য একটু ঘরে পরিণত হয়েচে। মনে মনে ভাবলেম, আর একটা ব্ল্যাকহোল ট্রাজেডী !

কিন্তু পরিহাসের সময় সে নয় !

বীথি আবার কেঁদে ফেল্‌লে। মার জন্যে মন কেমন করছিল।

ব্যাট্‌বল অত সাহসী ও শক্তিমান্‌ হয়েও একেবারে অতি দুর্ব্বল ও কাপুরুষের মত নিঃসহায় ভাবে যা তা বকে যেতে লাগ্‌ল।

সাগরের মুখে কোনো কথা নেই।

আমিও নির্ব্বাক্‌!

সকলেরই এক চিন্তা, ঘর ছোট হয়ে যায় কী করে। আমরা কি কোন ঘরের ভিতরে নেই, না, আমরা কোন যন্ত্রের মধ্যে বন্দী হয়ে আছি। কালকে যে ঘরটা ছিল পঁচিশ হাত চওড়া, আজ সে ঘরটা একেবারে দশহাতে এসে গেচে। পরশু হয় ত দেখ্‌ব, ঘরটা পাঁচহাতে পরিণত হয়েচে। আমরা থাকব কোথায়! ক্রমে ক্রমে ঘরটা হয়ত' আমাদের পিষে মেরে ফেল্‌বে।

আমরা সমস্ত বাক্‌শক্তি হারালেম। এত ভয় আমরা কোনদিন পাই নি। এ যে পিঞ্জরাবদ্ধ জন্তুর ন্যায় মরতে হবে। প্রাণের জন্যে এতটুকু চেষ্টা করবার উপায় নেই। এরকম ভাবে বদ্ধ অবস্থায় মরার চেয়ে ছুটাছুটি করে মরা ভাল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের খাবার এলো। এ খাবারের প্রয়োজন কিছুই বুঝতে পারলুম না। প্রাণের ভয়ে আমাদের সব খিদে চলে গিয়েছিল। আমরা খেতে পারলুম না।

আবার কিছুক্ষণ কেটে গেল।

এইবার দেখা গেল, ঘরটা বেশ আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আস্‌চে। চারিধারের দেয়ালগুলো সরতে আরম্ভ করেচে।

যেন দেয়ালগুলো আমাদের চেপে মেরে ফেল্‌বার জন্যে এগিয়ে আস্‌চে।

বীথি ভয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল, আমাদেরও মুখ সাদা পাংশু হয়ে গেল।

তাহ'লে মৃত্যু, সত্যিই আমাদের মৃত্যু। এই দেওয়ালগুলো আমাদের একেবারে থেঁতলে মেরে ফেল্‌বে। আমাদের মুখ চোখ দিয়ে রক্ত বেরোতে থাক্‌বে, গলার স্বর বেরোবে না, তারপরে বুকের পাঁজরগুলো মড় মড় করে প্যাকাটির মত ভেঙে যাবে। ওঃ, কী অসহ্য যন্ত্রণা!

দেওয়ালগুলো জীবন্ত জিনিষের মত সরে আস্‌তে লাগ্‌ল।

আমরা যে-দেওয়ালেই ঠেস্ দিই, সেই দেওয়ালই আমাদের ঠেলে অন্য দেওয়ালের দিকে নিয়ে যায়। আর রক্ষা নাই।

দুটো সাঁড়াশীর কাটার মত দেওয়ালগুলো আমাদের কিছুক্ষণ চেপে রেখে দিলে। পরে আবার সরে দাঁড়াল। আমরা অজ্ঞান হয়ে মাটীতে পড়ে গেলুম।

যখন চেতনা হোল, তখন সমস্ত ঘরটায় হু হু করে জল ভরে আস্‌চে। পাছে ডুবে যাই এই ভয়ে আমরা তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। জল হু হু করে কোথা দিয়ে যে ঘরের মধ্যে আস্‌তে লাগ্‌ল, কিছুই বোঝা গেল না। জল আমাদের গলা পর্য্যন্ত উঠে বন্ধ হয়ে গেল।

ঘরটা তেমনি অন্ধকার। পরস্পর পরস্পরকে ভাল করে দেখ্‌তে পাই না। ঘরের ভিতরে বেশ একটা আলো ও আবছায়া।

দেওয়ালগুলো তেমনি মেঘের মত কালো। জল গলার কাছে তেমনি কল্‌কল্‌ করচে। আমরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কী করব কিছুই বুঝতে পারচি না। আমাদের আর চিন্তা করবার শক্তি পর্য্যন্ত নেই।

সমস্ত নিস্তব্ধ! হটাৎ একটা ভয়ঙ্কর উচ্চ হাসি শুনতে পেলুম। হাসিটাও যেমনি থেমে গেল, অমনি জলের ভিতরে ছপ্‌ করে একটা মহা আতঙ্কজনক শব্দ হোলো। মনে হোলো অনেকগুলো বড় বড় কাত্‌লা মাছ জলের ভিতরে কিলিবিলি করচে। কিছুই বুঝতে পারলুম না। জলটা ভীষণ তোলপাড় করতে লাগ্‌ল। অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই সাগর করুণ আর্ত্তনাদ করে জলের ওপরে লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, আমাকে কিসে যেন ছুঁচ ফোটালে!

সাগরের কথা শেষ হতে না হতে বীথি লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, ওঃ!

আমি ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌লুম। কখন গায়ে এসে ছুঁচ ফুট্‌বে এই ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ নিশ্‌পিশ্‌ করতে লাগ্‌ল। গায়ে কিছু লাগ্‌বার আগেই আমি বারে বারে লাফিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম। এমন সময় বেবি চীৎকার করে উঠে বল্‌লে, ওরে, বাবারে!

ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলুম না। অথচ কেবলই ভয় এই বুঝি গায়ে কেউ ছুঁচ ফোটালে। জল তেমনি তোলপাড় করচে। অনুভব করতে পারচি, যেন কোন জন্তু কিল্‌বিল্‌ করে জলের

ভিতরে ঘুরচে। ছোট জীব নয়; যেন সাপের মত খুব বড় কোন জলচর জন্তু।

কিন্তু বেশীক্ষণ গেল না, আরও ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ করতে লাগ্‌লুম। আমার গায়ে কে যেন লেজের ধাক্কা মারলে বলে বুঝতে পারলুম। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সকল স্থান ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। শুধু একবার নয়, দু'বার তিনবার আমাকে ঝাপ্‌টা মারলে সেই জলচর জন্তুটা। আমি পড়ে যাচ্ছিলুম, ব্যাট্‌বল তার কাঁধের উপরে আমার মাথাটা রেখে দিলে। আমি ভীষণ যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ করতে লাগ্‌লুম।

এক সময়ে হটাৎ দেখা গেল ছাদের ওপরের সেই ছিদ্রটা দিয়ে সামান্য একটা আলোর রেখা নীচে জলের ভিতরে এসে চারিদিক আলোকান্বিত করে তুল্‌ছে। জল পরিষ্কার। সেই আলোতে জলের তলা পর্য্যন্ত দেখা যেতে লাগ্‌ল। একটা সাপের মত জন্তু দেখে আমরা সবাই খানিকটা পিছিয়ে দেওয়ালের এককোণ ঘেসে দাঁড়ালুম। জন্তুটা আমাদের দিকে হাঁ করে বারে বারে লাফিয়ে পড়তে লাগ্‌ল, কিন্তু পারলে না। মনে হ'লো, জন্তুটাকে কে যেন বেঁধে রেখেচে।

এই ভয়ঙ্কর জন্তুটা সাপের মত দেখ্‌তে। প্রায় ৬।৭ হাত লম্বা হবে। আর এক হাত চওড়া। মাছের যেমন পাখা থাকে, এই সর্প জাতীয় জন্তুটারও তেমনি পাখা আছে। সেই পাখার আগা খুব সরু সরু কাঁটায় ভরা। সেই পাখা ইচ্ছা করলে খোলা বা বন্ধ করা যায়। মুখটা অনেকখানি বড়। যে কোন একটা

লোককে অক্লেশে খেয়ে ফেল্‌তে পারে। এই ভয়ানক জীবটাকে আমরা বিস্ময়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম।

চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চি, এমন সময় আমাদের মাথার ঠিক ওপরেই একটা জান্‌লার মতন কী খুলে গেল। যে মুখটা সেই দেওয়ালের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এলো, সে আমাদের বুড়োর মুখ। বুড়ো হো হো করে হাস্‌চে। যখনই সেই জন্তুটা আমাদের হাঁ করে খেতে আসে, ঠিক সেই সময় বুড়োর হাসি বেড়ে যায়। অনেকক্ষণ কেটে গেলে, বুড়ো শেষকালে বল্‌লে, এই জন্তুটা ছেড়ে দেব নাকি? কেমন আরাম ভোগ করচ?

বীথি চীৎকার করে উঠে বল্‌লে, নিষ্ঠুর কোথাকার!

বুড়ো বীথির কথায় কোন কাণ না দিয়ে তেমনিই হাস্‌তে লাগ্‌ল।

সে কিছুক্ষণ পরে বল্‌লে, এই জন্তুটাকে তোমরা দেখেচ কখন?

আমরা কোন কথা কইলুম না।

বুড়ো আবার বল্‌লে, তোমরা সমুদ্রের ভিতর দিয়ে আমার দেশে চলে এলে, অথচ এমন সুন্দর অথচ এমন হিংস্র জলচর জন্তুটিকে তোমাদের চোখে পড়ল না। এই জন্তুটাকে একবার ছেড়ে দিলেই বুঝতে পারবে জন্তুটা কী! এদের বলে জলচর সাপ। আমি অনেক দুষ্ট অতিমানবকে এই জলচর সাপের কাছে ছেড়ে দিয়ে মেরে ফেলি।

আমরা ভয়ে কোন কথা কইতে পারলুম না।

বুড়ো হাস্‌তে হাস্‌তে অনেক কথাই কয়ে যেতে লাগ্‌ল।

শেষে ব্যাট্‌বল বল্‌লে, দয়া করে আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা বাড়ী চলে যাবো।

বুড়ো বল্‌লে, ছেড়ে দেবার কিছুই কাজ করোনি। তোমাদের কাল সকালে এই সাপের হাতে প্রাণ দিতে হবে। আজ একটু তোমাদের নিয়ে খেলি। তোমরা আমার উপরে ওস্তাদি করে যাবে ভেবেছিলে, কেমন তাই নয় ?

পরের দিন সকালে বুড়ো কিন্তু আমাদের মেরে ফেল্‌লে না। আমাদের মুক্ত করে দিলে। সেই ঘরের মধ্যে সমুদ্রের সাপটা তেমনি রইলো।

* * * *

সকালে আমাদের যেস্থানে দাঁড় করান হ'লো, সে স্থানটার চারিধারে খুব উঁচু উঁচু দেওয়াল আর মধ্যখানে একটা উন্মুক্ত জায়গা। সেই জায়গার ওপরে বুড়ো আর তার দু'জন অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। সেই দু'জন কর্ম্মচারী সে দেশের ঘাতক। মানুষ মারবার কাজ এরাই করে থাকে।

আমাদের হাত পা বাঁধা ছিল। একটু ভাল করে নড়ি এমন অবস্থা ছিল না। আমাদের সারবন্দী করে দাঁড় করান হ'লো। আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে বৃদ্ধের আদেশ মত দাঁড়ালুম।

আমাদের সুমুখে পাঁচটি লোহার মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েচে দেখ্‌লুম। মানুষ চারটে মাথায় ঠিক আমাদের মত, বিশেষ কোন তফাৎ নেই। ওপরের দিকটায় মানুষের মত মুখ, চোখ, কান সমস্তই রয়েচে।

অন্ধকারে দেখ্‌লে সেই লোহার মানুষগুলোকে সত্যকার মানুষ বলেই ভুল হবে। কিন্তু সেই মানুষগুলো যে মারবার যন্ত্র এ আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি। যখন বুঝলুম, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইলো না।

একজন ঘাতক একটা মানুষের সুমুখে দাঁড়াল। লোহার মানুষটা দু-ভাগে ভাগ করা যায়। একটা ভাগ খুলে ফেল্‌তেই দেখা গেল, ভিতরটা ফাঁপা, আর দুই ভাগের দুই দিক থেকে বড় বড় লম্বা লোহার শিক বেরিয়ে আছে। লোহার শিকগুলো খাঁটি ইস্পাতে তৈরী। সেগুলো এত উজ্জ্বল যে চক্‌চক্‌ করচে। মানুষের গায়ে ফুটিয়ে দিলে অনায়াসে হাড় পর্য্যন্ত বিদ্ধ হয়ে যেতে পারে। আমরা বিস্মিত নয়নে সেই যন্ত্রের দিকে চেয়ে রইলুম। এখনও এর প্রয়োজন ঠিক বুঝতে পারলুম না। কিন্তু যখন বৃদ্ধ কথা কইলে, তখন বুঝতে পারলুম, যন্ত্রগুলো কী জন্যে ওরকম ভাবে ওখানে সাজান হয়েচে।

বৃদ্ধ আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, কি হে ছোক্‌রা, তোমরা সব এবারে বুঝতে পারবে আশা করি।

ব্যাট্‌বল উত্তর দিলে, কী আবার বুঝতে পারব। আমাদের ঐ মানুষের খাপের ভিতরে ফেলে ঢাক্‌নীটা বন্ধ করে দেবেন এইত ?

বৃদ্ধ মাথা নাড়তে নাড়তে বল্‌লে, ঠিক তাই। কিন্তু আর কিছু নয় ?

আমি উত্তর দিলুম, ঐ খাপের ভিতরে আমাদের পুরে দিলে,

ঐ তীক্ষ্ণধার শিকগুলো আমাদের দেহ ভেদ করে যাবে। এতে আর হবে কী? প্রথম কিছুক্ষণ যন্ত্রণা, তারপরে মৃত্যু। মরণের পরে ত' আর কিছু নেই। ভয় করব কেন? যারা কেবল মরণের ভয় করে, তারা একবার মরে না, একশ'বার মরে।

বৃদ্ধ উত্তরে বল্‌লে, খুব ওস্তাদি শিখেচো যে, ভায়া। আচ্ছা দেখি, তোমরা কতক্ষণ এমনি বুলি ঝাড়তে পারো!

বীথি আবার কথা কইলে। সে বল্‌লে, একটা মজা দেখেচি যে, যাদের বেশী ক্ষমতা ও বুদ্ধি আছে, তারা ক্ষমতা ও বুদ্ধির অপব্যবহার করে বেশী। তাদের মত হীন জীব আর নেই। বিশেষ করে শক্তিমান্ লোকেরা মানুষকে কেমন করে শাস্তি দিতে হয় তা তারা ভাল করেই জানে। পৃথিবীতে এই রকম অনেক জাত আছে যারা শাস্তি দেওয়ার অনেক রকম যন্ত্র বার করেচে।

বৃদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে উঠে বল্‌লে, দেরী করো না। একটা একটা করে খাপের মধ্যে পুরে দাও। মজাটা একবার দেখুক।

একজন ঘাতক ব্যাট্‌বলকে আগে ধরে নিয়ে গেল।

অন্যজন ঘাতক খাপ খুলেই ছিল। ব্যাট্‌বলকে নিয়ে গিয়ে সেই খাপের মধ্যে পুরে দেওয়া হ'লো। পরে দু'জন-ঘাতকে মিলে ঢাক্‌নীটা বেশ করে বন্ধ করে দিলে। মুহূর্ত্তের জন্যে ব্যাট্‌বল একটা মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল, তারপরেই সব চুপ্‌চাপ্‌। বীথি কল্পনায় সমস্ত বুঝতে পেরে অজ্ঞান হয়ে মাটীতে পড়ে গেল।

ঘাতক দুটো এইবার বেবিকে নিতে যাচ্ছিল। বৃদ্ধ কী ভেবে বারণ করলে।

একটু পরেই বৃদ্ধ ঘাতকগুলোকে ব্যাটবল যে যন্ত্রটার ভিতর আবদ্ধ ছিল, সেই যন্ত্রটাকে খুলে ফেল্‌তে বল্‌লে। স্প্রীংএর কল টিপে দিতেই ঢাক্‌নীটা খুলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাট্‌বল মাটীতে পড়ে গেল। তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে দরদর করে এত রক্ত ঝরচে যে চারিদিকে রক্ত গঙ্গা বয়ে যেতে লাগ্‌ল। ব্যাট্‌বলের সর্ব্বাঙ্গ সেই তীক্ষ্ণধার বর্শার মত শিকে বিদ্ধ হয়ে গেচে। এক একটা শিক চোখের ভিতর দিয়ে এদিক থেকে ওদিকে চলে গেচে, কোন কোনটা শিক বুকের ভিতর দিয়ে বিদ্ধ হয়ে পিট ফুঁড়ে বেরিয়েচে। ব্যাট্‌বলের দেহ প্রাণহীন। এই করুণ অথচ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে বেবি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমি ও সাগর ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপচি।

বৃদ্ধ আমাদের কাছে এগিয়ে এসে বল্‌লে, কি হে, বেশ কাঁপুনি ধরেচে যে দেখচি! খুব বীর পুরুষ যে, অতিমানবের পেছনে লাগার একবার ফলটা দেখ্‌চ ত.?

আমরা কোনো কথা কইলুম না। কথা কইবার মত আমাদের তখন শক্তি পর্য্যন্ত নেই।

বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কী ভাবলে। পরে একজন কর্ম্মচারীকে বল্‌লে, ব্যাট্‌বলকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাও। আমি যাচ্ছি।

দু'জন অতিমানব ব্যাট্‌বলকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল। বুড়োও কোনো কথা না বলে ভাবতে ভাবতে চলে গেল।

আমরা ঘণ্টা দুই তেমনি দাঁড়িয়ে রইলুম। এর মধ্যে বীথির

ও বেবির জ্ঞান হয়েছিল। আমরা নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আর ভাগ্য-দেবতার পায়ে মাথা ঠুক্‌চি, এমন সময় দেখি, ব্যাট্‌বল বেশ সুস্থ শরীরে হেঁটে হেঁটে আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌চে। আমরা আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

আবার আমরা পাঁচজন যেমন ছিলুম, তেমান দাঁড়িয়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ এসে উপস্থিত হোলো। সে এসেই বল্‌লে, তোমাদের বন্ধুটিকে খুঁজে পেয়েচ! দেখেচ, অতিমানবের ক্ষমতা! এখন যদি তোমরা হাজার চেষ্টা করো, তাহলেও ব্যাট্‌বলের দেহে একটা ক্ষতও দেখ্‌তে পাবে না। তোমরা এসব কিছুই করতে পারো না। তোমরা মানুষও নয়, অমানুষ

সাগর বল্‌লে, আমরা সত্যিই অমানুষ। এইবার আমাদের ছেড়ে দাও। তোমাদের কোন অনিষ্ট না করে, এইবার আমরা বাড়ী চলে যাবো।

বৃদ্ধ বল্‌লে, তাই বটে! তোমাদের ছেড়েই দোব!

বলে হাঃ হাঃ করে হাস্‌তে লাগ্‌ল। সে কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হাসি!

ব্যাট্‌বলকে এবার বেঁধে আনা হয় নি। তার হাত পা খোলাই ছিল। সে কিছুমাত্র দেরী না করে বুড়োর নাকে একটা সজোরে ঘুঁসি মারলে। বুড়ো খানিকটা পেছিয়ে গিয়ে নাকটা চেপে ধরলে। তার নাক দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বুড়োর নাক থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

আস্তে আস্তে বুড়ো আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। তার মুখ দেখলে ভয় করে। কালো গম্ভীর মুখ। সর্ব্বাঙ্গ রাগে থর থর করে কাঁপছে।

বৃদ্ধ একজন কর্ম্মচারীকে ইসারায় ডাক্‌লে!

লোকটা কাছে এলো।

বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে বল্‌লে, হাত ভেঙে দেবার যন্ত্রটা নিয়ে এসো।

কর্ম্মচারীটা একটা যন্ত্র নিয়ে এলো। যন্ত্রটা ঠিক একটা মানুষের খাপের মত। কিন্তু খাপের মধ্যে মানুষকে পুরে দিলে তার হাত দুটো বেরিয়ে থাকে। ঘাতকদুটো এসে ব্যাট্‌বলকে সেই খাপের মধ্যে পুরে দিলে। তার হাতদুটো বেরিয়ে রইল।

বৃদ্ধ ঘাতকদের ইসারায় কী উপদেশ দিলে।

ঘাতক দু'জন ব্যাট্‌বলের হাতদুটো মুচ্‌ড়োতে লাগল।

যত মুচ্‌ড়োতে থাকে, ব্যাট্‌বল তত করুণ চীৎকার করে ওঠে। কিন্তু রক্ষে করবার কেউ নেই। ব্যাট্‌বলের যন্ত্রণা দেখে বাঁথি চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌ল। আমি তাকে এক ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলুম।

সাগর অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে ব্যাট্‌বলের এই যন্ত্রণা দেখ্‌ছিল। তার চোখ নিমেষহীন!

কিছুক্ষণ পরে সে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, আমার কোমরে একটা ছোট ছুরি আছে। বুড়োর নজরে সেটা পড়েনি।

প্রশ্ন করলুম, তাতে কী হবে? এক ফোঁটা ছুরি নিয়ে বুড়োর সঙ্গে লড়াই করবি নাকি?

সাগর বল্‌লে, লড়াই করব না, তবে হাতের বাঁধন কাট্‌তে পারি।

—এতগুলো লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে কেমন করে বাঁধন কাটা যাবে ?

সাগর চুপ করে থেকে বল্‌লে, এখন সকলের দৃষ্টি ব্যাট্‌বলের ওপরে। তুই অজ্ঞান হয়ে আমার ওপরে পড়ে যা। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। অজ্ঞান হয়ে উপরি উপরি পড়ে থাক্‌লে, আমাদের দিকে বড় কেউ দৃষ্টি ফেল্‌বে না। আর আমরাও আস্তে আস্তে বাঁধন কেটে ফেল্‌তে পারব।

যেমনি কথা অমনি কাজ।

আমরা দু'জনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম। বৃদ্ধ বলে উঠ্‌ল, আবার অজ্ঞান হ'বার পালা আরম্ভ হয়েচে! বীর পুরুষ সব!

আমি সাগরের কোমর থেকে আস্তে আস্তে ছুরিটা দাঁত দিয়ে তুলে নিয়ে সাগরের হাতের বাঁধন কেটে ফেল্‌লুম। সাগরও তারপরে আমার বাঁধন কেটে ফেল্‌লে। এইরকমে সমস্ত বাঁধন কাটা হয়ে গেলে, আমি বীথি ও বেবিকে ইসারায় অজ্ঞান হয়ে আমাদের ওপরে পড়ে যেতে বল্‌লুম। তারা চীৎকার করে উঠে অজ্ঞান হয়ে গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যাট্‌বলের একটা হাত মট্‌ করে শব্দ করে উঠ্‌ল আর সেই হাতটা দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে এলো। ব্যাট্‌বলের ওপরে এই অমানুষিক অত্যাচার আমাদের পাগল করে তুল্‌লো। আমি ক্ষিপ্রহস্তে সকলের বাঁধন খুলে দিয়ে একেবারে বৃদ্ধের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। বৃদ্ধ কেমন থতমত

ছুরিটা দিয়ে বৃদ্ধের গলার টুঁটিটা কেটে দিলুম—১১২ পৃষ্ঠা।

খেয়ে গিয়েছিল। এমন অপ্রত্যাশিত আক্রমণ বুড়ো আশা করেনি। আমি কথাটি না কয়ে সেই ছোট ছুরিটা দিয়ে বৃদ্ধের গলার টুটিটা কেটে দিলুম। বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে মরে পড়ে গেল। আমরা বুড়োর কাছ থেকে মারণ যন্ত্রটা কেড়ে নিয়ে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ব্যাট্‌বলকে উদ্ধার করতে ছুটলুম। বুড়োর কর্ম্মচারীরা আমাদের বাধা দিতে এলো। কিন্তু আমরা ত' তখনকার জন্যে নিরাপদ বুঝলুম। আমার হাতে বুড়োর মারণ-যন্ত্র।

লোকগুলোকে বল্‌লুম, সাবধান, এক পা এগোলেই মরবে।

কিন্তু লোকগুলো শুন্‌লে না।

তারা এগিয়ে এল। আমরা মারণ-যন্ত্রের কল টিপে দিলুম। দু'জন লোক মরে পড়ল। তবুও তারা এগোয়।

নির্ম্মমভাবে একে একে সকলকেই মেরে ফেল্‌তে লাগ্‌লুম। যখন প্রায় অনেকেই মরে গেচে, তখন বেবিকে মুক্ত করে বল্‌লুম, তুই দৌড়োতে পারবি ত?

সে বল্‌লে, খুব পারব।

আমরা ছুট্‌তে আরম্ভ করলুম। আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত আলো ছেড়ে একটা একটা অতিমানবকে মেরে ফেলি।

আমরা খানিক দূর ছুটে গেচি এমন সময় দেখি একজন লোক কোথা থেকে কী একটা এনে বৃদ্ধের গলায় লাগিয়ে দিলে ও একটা আলো ফেল্‌লে। বৃদ্ধ টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়াল। আমরা প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে চলেছি। কিছুদূর গিয়ে আবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখ্‌তেই চোখ পড়ল, প্রাসাদের ওপরে সেই প্রকাণ্ড
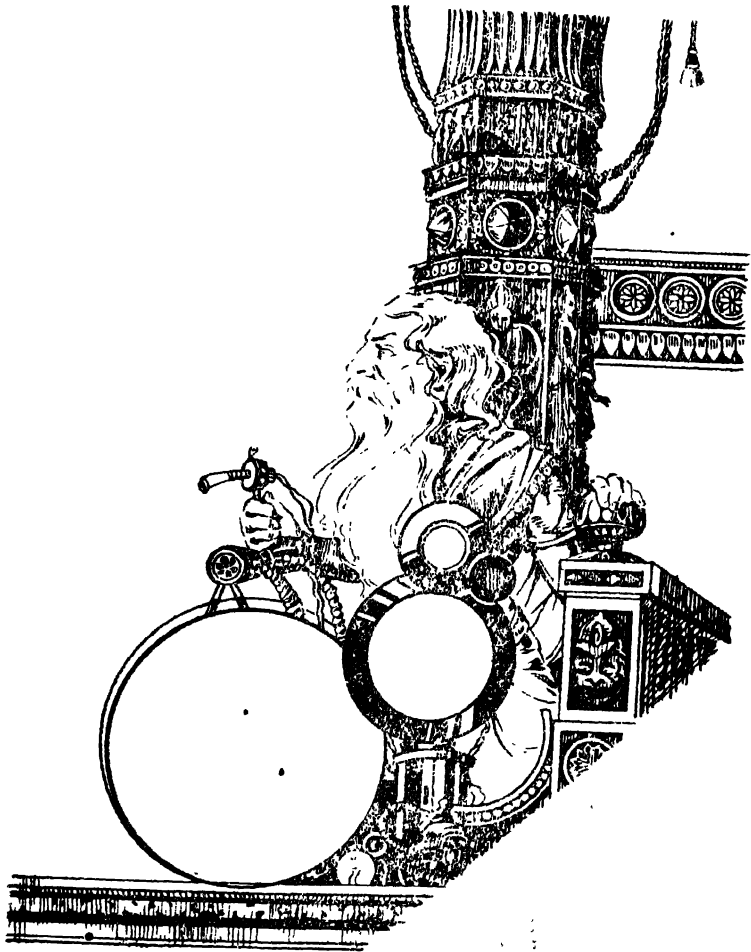
বুড়ো টল্‌তে টল্‌তে এসে দাঁড়িয়েছে।

মারণ যন্ত্রটার কাছে বুড়ো টল্‌তে টল্‌তে এসে দাঁড়িয়েছে। যন্ত্রটা আমাদের দিকে ঘোরালে। বুড়ো এমন ভাবে পরাজিত হয়ে বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল যে, সেই মারণ যন্ত্রটা একেবারে নষ্ট করে ফেলেছি। ভাগ্যিস্ তাই করেছিলুম, তা না হলে আমাদের আর কোন আশা ছিল না।

আমরা সুড়ঙ্গের মুখে এসে পড়েছি।

অতিমানবগুলো মরণ সুমুখে জেনেও ছুটে আস্‌চে।

আমরা তাদের থেকে দশহাত দূরে। তারা সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র, কেউ আর ভিতরে ঢুক্‌চে না।

হটাৎ এমন সময় চারিধার জলে ভরে গেল। বন্যার মত জল ছুটে আস্‌তে লাগ্‌ল। আমাদের তখন মনে হলো যে ডাইভিং সুটটা বুড়ো কেড়ে রেখেছিল। জলে সমস্ত সুড়ঙ্গটা ভরে আস্‌চে, উপায় না দেখে আমরা সাঁতরাতে লাগ্‌লুম। কিন্তু সমস্ত সুড়ঙ্গ জলে ভরে গেলে আমাদের যে বাঁচবার আশা নেই এ সত্যি। এমন সময় পিঠের দিকে কিসের খোঁচা লাগ্‌ল। চেয়ে দেখ্‌তেই আমরা চমকে উঠ্‌লুম। ওঃ, কী ভয়ানক জন্তু! মাছের মত জিনিষ। তিরিশ ফিট লম্বা। তার নাকের ভিতর দিয়ে বর্শার মত কী একটা বেরিয়ে রয়েছে। সেটাও প্রায় দশ ফিট লম্বা হবে। ভয়ে আমরা সকলে আঁতকে উঠ্‌লুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঐ রকম জন্তু প্রায় পাঁচ ছটা বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

বীথি চমকে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লে, কী হবে দাদা!

............আমি যন্ত্রের কলটা টিপে দিলুম।

আমি তাকে আশ্বস্ত করতে লাগ্‌লুম।

ব্যাট্‌বল বল্‌লে, তোমার সেই যন্ত্রটার আলো ফেলে দেখ না কী হয়?

জন্তুগুলো বড় কাছে এগিয়ে আস্‌চে।

সাগর চীৎকার করে উঠ্‌ল। একটা জন্তু তার এক হাত দূরেই।

বেবির পরামর্শ মত আমি যন্ত্রের কলটা টিপে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে দেখি না সমস্ত সুড়ঙ্গের জল শুকিয়ে গেল, আর জন্তুটাও মরে পড়ল। আর আর জন্তুগুলো সিঁড়ির ওপরে পড়ে ছটফট করতে লাগ্‌ল।

বেবি বল্‌লে, আমাদের তাহ'লে বুড়ো খুব উপকার করেছে বল্‌তে হবে।

বীথি বল্‌লে, দাদা ত' ওটা নিতে চায় নি। আমার বুদ্ধি শুনেই ত' নিলে।

আমি ওদের সকলের দিকে চেয়ে বল্‌লুম, বীথির দ্বারা যে কত উপকার পেয়েচি তা তোদের কী বল্‌ব। ওর বেশ বুদ্ধি আছে।

সকলে সুড়ঙ্গের সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম। এবারে আর কোন কষ্ট হল না। আমি সুড়ঙ্গের মুখের পাথরটা খোল্‌বার যন্ত্রটা নিয়ে পাথরের মূর্ত্তিগুলো ভাঙবার সময় ভাঙি নি। পাথরের মুখ খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক জল ঢুক্‌তে আরম্ভ করলে। কিন্তু আমাদের হাতে অব্যর্থ অস্ত্র। আলোটা জ্বালতেই জল শুকিয়ে গেল। আমরা ওপরে উঠে এলুম।

সমুদ্রের নীচে দিয়ে আমরা খট্‌মট্ করতে করতে চলেছি। আলোটা ফেল্‌তেই সেই জায়গাটা শুকিয়ে যাচ্ছে। আলোটা যতখানি যাবে ততখানি শুকিয়ে যাবে। আমরা যেন শুকনো মাটীতে হেঁটে চলেছি।

হটাৎ সুমুখে একটা জন্তু দেখে আমরা সকলে লাফিয়ে উঠ্‌লুম।

ব্যাট্‌বল চীৎকার করে বললে, সমুদ্রের সিংহ, সমুদ্রের সিংহ!

বল্‌লুম, সমুদ্রের সিংহ হোক, আর ডাঙার সিংহই হোক এই দেখ।

আলোটা জ্বেলে জন্তুটাকে মেরে ফেল্‌লুম।

আবার খানিকটা এগোতেই বুঝতে পারলুম, আমাদের পিছনে একটা ভয়ানক জলজন্তু তাড়া করেচে। আমরা যে মুহূর্ত্তে বুঝতে পারলুম, সেই মুহূর্ত্তেই পিছন ফিরে চেয়ে দেখি একটা বিশালকায় জন্তু তীব্রবেগে আমাদের দিকে ছুটে আস্‌চে। অত জোরে আমাদের দিকে ছুটে আস্‌বার কী কারণ তা বুঝতে পারলুম না। জন্তুটার চোখ দুটো ছোট ছোট, আর দাঁতগুলো যেমনি তীক্ষ্ণ, তেমনি ভয়ানক। জন্তুটা অত্যন্ত লম্বা। প্রায় পঞ্চাশ ফিট হবে। ডিঙির মত সোঁ সোঁ করে যেন আমাদের খেতে আস্‌চে বলে মনে হলো। কিন্তু জন্তুটা যে কত হিংস্র, তা তখনই বুঝতে পারলুম, যখন বেবি বলে উঠ্‌ল, এ যে শার্ক! আমি শার্ক এর কথা গল্পের বইতে পড়েছিলুম। শার্ক একরকম মাংসাশী মাছ। সমুদ্রে কত লোক যে এই শার্ক মাছের পেটে প্রাণ দিয়েচে তার

ঠিক নেই। আমি চেঁচিয়ে উঠে সকলকে উদ্দেশ করে বলে উঠ্‌লুম, সাবধান, সাবধান !

দেখি চাকরটা আমার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌চে—১৮ পৃষ্ঠা

বল্‌তে না বল্‌তেই মাছটা আমাদের প্রায় নিকটে এসে গেল। মুহূর্ত্তমাত্র দেরী না করে আমি খানিকটা পেছিয়ে গিয়ে মারণ যন্ত্রের আলোটা শার্ক মাছের ওপরে প্রয়োগ করলুম। মাছটা তীব্র যন্ত্রনা বোধ করতে করতে মরে পড়ে গেল।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম, বিপদ যখন আসে তখন একা আসে না দেখ্‌চি। আরো ভাগ্যে কী আছে, কে জানে!

আবার খানিক দূর এগোতেই বীথি বল্‌লে, দাদা, আমি মুক্তো নোবো। ঐ দেখ, কত মুক্তো দেখা যাচ্ছে।

বীথির মুক্তোর সাধ মেটাতে তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা খানিকদূর যেতেই আলোটা নিবে গেল। যত ঘোরাই আলো আর জ্বলে না। বুঝলুম, আলোর শক্তি ফুরিয়ে গেছে। চারিধার অন্ধকার হয়ে গেল, দম ফেটে মারা যাই আর কী! ছট্‌ফট করতে লাগ্‌লুম। ঘেমে উঠেছি পর্য্যন্ত!

চোখ যখন খুললুম দেখি চাকরটা আমার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌চে, মেজ-দা, বাবু যে বক্‌চেন! এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুলে পড়বে কখন?

ও, তাহ'লে দম আট্‌কে মরে যাই নি। দেখলুম ঘামে বিছানাটা একেবারে ভিজে গেছে।

উঠে পড়্‌তে বসেছি, বীথি নেয়ে-ধুয়ে এসে বল্‌লে, বাবা তোমায় আজ মারবেন। তুমি এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছিলে কেন!

যাক, বীথিও তা হ'লে আছে।

পরে খোঁজ করে জেনেছিলুম সকলেই ঠিক আছে, অতিমানবের দেশে কেউ থেকে যায় নি।

দুর্গম-পথের যাত্রী

একটুখানি পড়বে ?—পড় !

দুর্গম পথের যাত্রী

* * * *

ধীরে ধীরে দিনের আলো মিলিয়ে গেল। রাত্রির অন্ধকার ঘন হ'য়ে উঠ্‌ল আকাশ ঘিরে। সেই অন্তহীন আকাশের ভিতরে উড়ে চলেছে হারমনের উড়ো-জাহাজ ঘণ্টায় প্রায় আড়াইশ' মাইল বেগে। চারদিকে ঠাণ্ডার চাপ—মৃত্যুর মতই হিম ও নিঃসাড়। থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে অজিত দেখ্‌লে, আকাশের যেখান দিয়ে তারা উড়ে চলেছে, সেখানকার বায়ু-স্তরের শৈত্য ৩৬ ডিগ্রী নেমে গেছে। অজিতের মনে হ'লো, বাইরের শীতের ধাক্কাটা এসে লাগছে যেন তাদের বিদ্যুতের ব্যাটারি দিয়ে গরম করা কামরাটার ভিতরেও। সারাদিনের ক্লান্তিতে হারমন (নামে তার মেয়ে বন্ধুটা) ঘুমিয়ে পড়েছে। র‍্যাগখানা ভালো ক'রে তার গায়ের উপর জড়িয়ে দিয়ে অজিত আবার সুরু কর্‌লে তার কলকব্জা নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তে।

সমস্ত রাত ধরে কাজ চ'ল্‌ল। কখন একসময়ে হারমন জেগে উঠেছিল। হুইল হারমনের হাতে ছেড়ে দিয়ে অজিত উঠে দাঁড়ালো। ভোরের স্নিগ্ধ আলোকে দিগ্বিদিক্ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। দূরে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে একটা পাহাড়। তার মাথায় পুঞ্জীভূত বরফের স্তূপ। তরুণ অরুণের দীপ্তিতে হাজার

রংএর তুলির লেখায় আঁকা একখানা ছবির মতো দেখাচ্ছে পাহাড়টাকে। অজিত ম্যাপ্ দেখে কোন্ জায়গা দিয়ে তারা চলছে তাই ঠিক করতে চেষ্টা করলে। খানিকক্ষণ ম্যাপ্ ও দিক্-নির্ণয়ের যন্ত্রটা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে সে বললে—আমরা হয়তো পিরানিজের দিকে চলেছি হারমন। কিন্তু হুইলটা আর একবার আমার হাতে দিয়ে উঠে এসো এখানে। বাইরের দিকে চেয়ে দেখো। যা কখনো কল্পনাও করতে পারা যায় না তেমনি সৌন্দর্য্যের রেখা ফুটিয়ে তুলেছে সাম্নের ঐ পাহাড়টা! ঐ সৌন্দর্য্য দেখ্বার লোভে মৃত্যুর সাম্নে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়ানো—সেটা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়।

হারমন উঠে দাঁড়ালো। নির্ব্বাক-বিস্ময়ে সে চেয়ে রইল পাহাড়ের সেই স্থানটাতে যেখানে সূর্য্যের আলো হীরের দীপ্তির মত জ্বলছে। প্রখর দীপ্তি চোখে জ্বালা হানে, দৃষ্টি ঠিক্‌রে পড়্তে চায়, তবু চোখ ফিরানো যায় না। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হারমন বললে,—জীবন নিয়ে ফির্ব কিনা জানিনে, যদি কখনো ফিরি, আজকের দিনটা কখনো ভুলতে পার্ব না।

অজিত বললে—তা না হয় না পারলে, কিন্তু এইবার হুইলের ভার নাও তুমি। আমি দেখি ইঞ্জিনটা মেরামত করা যায় কি না।

হারমন এসে হুইলে বসল। অজিত উঠে প্রথমেই খোঁজ নিলে অক্সিজেনের। নিজের ট্যাঙ্কটা পরীক্ষা ক'রে সে যা দেখ্‌লে তাতে তার মনে হ'লো, যে অক্সিজেন আছে তাতে বড় জোর আর ঘণ্টা তিনেক চলতে পারে। এইবার সে খোঁজ নিলে

কার্টিজের ভাণ্ডারে, সেখানে অবশিষ্ট আছে মোট একটি মাত্র কার্টিজ। আবিষ্কার তার মনটাকে যেন মুস্ড়ে দিয়ে গেল। ঘণ্টা তিনেক মাত্র মেয়াদ। তারপরেও যদি নামবার কলটা দুর না হয় তবে নিঃসন্দেহ মৃত্যু। একমুহূর্ত্তও সে আর ব্যয় করল না ইঞ্জিন মেরামত করবার জন্য নিয়োগ করলে তার সর্ব্বশক্তিকে।

আবার একঘণ্টা ধরে চল্‌ল তার অক্লান্ত পরিশ্রম। কিন্তু বৃথা —বৃথা—। সে পারলে না আবিষ্কার করতে কোথায় গলদ হ'য়েছে মেসিনের. কেন জাহাজের নামার পথটা বন্ধ হ'য়ে গেছে।

হারমন তার চোখ দুটো তুলে তাকালে অজিতের দিকে। অজিত বল্‌লে—প্যারাশুট নিয়ে লাফিয়ে যদি পড়তে পারো এই ২৫ হাজার ফুট উঁচু থেকে হয়তো বা বাঁচতে পারো, কিন্তু তাও নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। তবু সুনিশ্চিত মৃত্যুর চেয়ে অনিশ্চিত জীবনের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়াও ঢের ভালো।

হারমন বল্‌লে—ঠিক এই কথাই আমি ভাবছিলুম। কিন্তু প্যারাশুট নিয়ে লাফিয়ে পড়্‌তে অত ভয় পাচ্ছ কেন ?

অজিত বল্‌লে—কারণ ২৫ হাজার ফুট উপরের যে ঠাণ্ডা, বাইরের উত্তাপহীন অবস্থায় দেহ হয়তো তা বরদাস্ত করতে নাও পারে। হয়তো ঠাণ্ডার চাপে হৃদ্‌পিণ্ডের দাপাদাপিই যাবে থেমে। অন্ততঃপক্ষে জ্ঞান হারিয়ে ফেলা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। আর যদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলো তবে প্যারাশুট থাকা না থাকা হবে সমান। কারণ তা খুলবার ফুরসুৎও পাওয়া যাবে না। কিন্তু ও সব কথা নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো, হারমন। লাফিয়ে যখন পড়্‌তেই

হবে, তখন তার পরের কথাটা না হয় ছেড়ে দেওয়া যাক্ পুরোপুরি ভাবে অদৃষ্টের হাতেই।

হারমনও সায় দিলে অজিতের কথায়। দুটো প্যারাশুট তুলে নিয়ে একটা সে বেশ ক'রে বেঁধে দিলে হারমনের দেহের সঙ্গে, আর একটার ফিতে সে জড়িয়ে নিলে তার নিজের শরীরের সাথে। প্যারাশুট বাঁধার কাজ শেষ হ'লে অজিত বল্‌লে, যদি মাটিতে নামি, তবে কোন্ দেশের মাটিতে নাম্‌ব জান্ হারমন?

হারমন বল্‌লে—কোথায়?—কাফ্রিদের দেশে আফ্রিকায়।

কি ক'রে জান্‌লে?—একটু আগেই একটা সমুদ্র পেরিয়ে এসেছি। আর তার আগে পেরিয়েছি একটি পাহাড়। হ্যাঁ, সে ভোরের সময়। সেটা পিরানিজ, আর সমুদ্রটা মেডিটারেনিয়্যান সি। ঘণ্টায় আমাদের প্লেন চলেছে প্রায় সাড়ে ৪শ' মাইল বেগে। সমুদ্রটাকে সামনে দেখেই ওটাকে তাড়াতাড়ি পেরুবার জন্য জাহাজের গতি আড়াইশ' মাইলের থেকে আমি সাড়ে ৪শ' মাইলে চড়িয়ে দিয়েছিলুম। দুর্বিণ নিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখো আমরা চলেছি ধূ ধূ উষর মরুভূমির ভিতর দিয়ে —কোন খানে ওর শ্যামলতার চিহ্ন নেই। শুধু বালি আর বালি। আর ওটা সাহারা মরুভূমি। দু'মিনিটের ভিতরেই এ মরুভূমিটাও আমরা পেরিয়ে যাব। তার পরেই আসবে আমাদের নাম্‌বার পালা। আর ১০।১৫ মিনিটের ভিতরে এ জাহাজ ছেড়ে দিয়ে নেমে পড়্‌তে হবে আমাদের। কারণ এই হাল্কা বাতাসের স্তরটা ভেদ করে ট্যাঙ্কে অক্সিজেন থাক্‌তে থাক্‌তে নাম্‌তে না পার্‌লে জীবন নিয়ে

আর এ জীবনে নামা হবে না মার মাটিতে। সুতরাং তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও যা নিতে চাও আমাদের সঙ্গে। আর কিছু নাও আর না নাও আমার ম্যাক্সিমগানটা নিও, আর নিও তোমার রিভলভারটা ও কিছু কার্টিজ। কারণ যে দেশে নামতে যাচ্ছি পদে পদে হয়তো হবে তার প্রয়োজন।

দ্রুত হস্তে সব গোছানো হ'য়ে গেল। রিভলভারটা হারমন ঝলিয়ে নিলে তার কোমরের সঙ্গে। কিছু খাবার ও কার্টিজ একটা পুটুলিতে বেঁধে ঝুলিয়ে নিলে তার কোমরের আর এক দিকটাতে। বন্দুকটা নিয়ে বেঁধে দিল অজিতের ঘাড়ে চামড়ার ফিতে দিয়ে। তারপর দুজনে এসে দাঁড়ালো পাশাপাশি যেখান থেকে তারা লাফ দেবে সেই জায়গাটাতে। অজিত বললে—হারমন, সাহসে তোমার জোড় নেই। সুতরাং সে দিক দিয়ে আমি তোমাকে কোনো কথাই বলব না, শুধু একটা কথা ছাড়া। এই হাল্কা হাওয়ার স্তরে যতক্ষণ থাকবে প্যারাশুট খুলবার চেষ্টা করো না। মাটি থেকে ৮।১০ হাজার ফুট উঁচুতে থাকতে খুলতে হবে ওটাকে। ৮।১০ হাজার ফুট কতটা উঁচু সত্যিকারের বিচার বুদ্ধির দরকার হয় ঠিক করতে। এইখানে তোমার বিচারে যেন ভুল না হয়। ধীরে ধীরে দু'জনে দুজনার হাত স্পর্শ করলে। বিদায় নিলে তারা পরস্পরের কাছ থেকে নির্ব্বাক দৃষ্টির ভিতর দিয়ে। নীচের বন জঙ্গল, মাটির চেহারা কোথায় হারিয়ে গেছে, কিছু দেখা যায় না। খালি চোখে মনে হয় অনন্ত শূন্যের সাগর। মুখ হাঁ করে যেন সে দাঁড়িয়ে আছে সমস্তকে গ্রাস করবার জন্যে। সেই

সীমাহীন শেষহীন শূন্যের সমুদ্রে হারমন প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লে। উপর থেকে অজিত চিৎকার ক'রে বলে উঠলো—তোমার যাত্রা শুভ হোক্ হারমন। পরমুহূর্ত্তেই সেও ঝাঁপ দিলে নীচে থেকে। হারমনের কি একটা কথা ভেসে এলো। কিন্তু সে তার অর্থ গ্রহণ করতে পার্‌লে না।

শূন্যের সমুদ্রের ভিতর দিয়ে ছুটো উল্কার মতো নাম্‌ছে ছু'জনে পৃথিবীর বুকের দিকে। কিন্তু কি সে কঠিন নামা। ঠাণ্ডা বায়ু-প্রবাহ যেন তাদের মোটা ফারের তৈরী পোঁষাক ভেদ ক'রে দেহের দোরে গিয়ে পৌঁছতে চায়। বন্ধ করে দিতে চায় বুকে রক্তের চলাচল। বাইরের হাওয়ার জলীয়ভাগ তাদের সংস্পর্শে এসে জমে বরফের গুঁড়ো হ'য়ে ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল। অজিতের একবার মনে হ'লো বুঝি তার হৃদয়ের স্পন্দন থেমে গেছে। এক একটি সেকেণ্ড মনে হচ্ছে ঘণ্টার মতো দীর্ঘ। কিন্তু ধীরে ধীরে এ তীব্রতা কেটে গেল। আস্তে আস্তে মাটির পৃথিবীর ছু'একটা জিনিষ চোখে পড়্‌ছে। অজিত এইবার টিপে দিলে তার প্যারা-শুটের বোতাম। সঙ্গে সঙ্গেই প্যারাশুটের পাশের একটি পাখা খুলে গেল। তার পরেই সমস্ত প্যারাশুটটা মেলে ধর্‌লে ময়ূরের মতো করে তার পেখমটা। নামার গতি মন্থর হ'য়ে উঠ্‌ল। চলার ধাঁজ হ'য়ে উঠ্‌ল সহজ, একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে অজিত তাকালে নীচের দিকে হারমনের প্যারাশুট খুলেছে কি না দেখবার জন্যে। কিন্তু যা দেখ্‌লে তাতে তার বুকের রক্ত যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা হ'য়ে উঠ্‌ল। * * *